দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বসভ্যতা

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর–পূর্ব অংশে বর্তমানে যে দেশটির নাম ইজিপ্ট, সেই দেশেরই প্রাচীন নাম মিশর। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মিশরে প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। যার একটি ছিল উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) অপরটি ছিল দক্ষিণ মিশর (উচ্চ মিশর)। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত নীল নদের অববাহিকায় একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

শিখনফল

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারবে।
- সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের কাহিনী ও ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে।
- সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।
- সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের বর্ণনা করতে পারবে।
- ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কালের বর্ণনাপূর্বক গ্রিক সভ্যতার উদ্ভবের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।
- সামরিক নগররাষ্ট্রের ধারণা প্রদানপূর্বক গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল উলেরখপূর্বক প্রাচীন রোমান সভ্যতা বর্ণনা করতে পারবে।
- শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতির বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার অবদান বিশেরষণ করতে পারবে।
- বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধর্ম, দর্শন ও আইনের প্রভাব আলোচনা করতে পারবে।

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান : প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি কাগজের আবিষ্কার, জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা–সবকিছুই তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। মিশরীয়দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাদের জীবনে এমন কোনো দিক নেই যা ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়নি।

সিন্ধু সভ্যতা : উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম সিন্ধুসভ্যতা। সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা এ সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময় হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়। বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে বৌদ্ধ স্তুপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকে। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্র–ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন। একই সময়ে ১৯২২–২৩ খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানীর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারী জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরো বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা উভয় অঞ্চল একই সভ্যতার উন্মেষস্থল এবং এটিই সিন্ধু সভ্যতা যা উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

সভ্যতায় সিন্ধু অধিবাসীদের অবদান : সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তাদের নগর পরিকল্পনা। মূলত সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। এছাড়া তারা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল যা সভ্যতার জন্য গুরবত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ শিল্পেও তারা পারদর্শী ছিল। তাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে অবদানও গুরবত্বপূর্ণ।

গ্রিক সভ্যতা : ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল এবং ঈজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছিল গ্রিক সভ্যতা। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধশালী এক সংস্কৃতি–ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সভ্যতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. মিনিয়ন সভ্যতা : ক্রিট দ্বীপে এ সভ্যতার উদ্ভব। এর স্থায়ীকাল ধরা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত।

২. মাইসিনিয় বা এচিয়ান সভ্যতা : গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ পর্যন্ত। ধারণা করা হয় বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অবসান ঘটে।

সভ্যতায় গ্রিসের অবদান : ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, খেলাধুলা–সবকিছু তাদের এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল অবদান ছিল এথেন্সের। আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি। বিশ্ব সভ্যতায় এ সংস্কৃতির প্রভাব আজও বিদ্যমান।

রোমান সভ্যতা : গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠে। রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এই সভ্যতা রোমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রথম দিকে রোম একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। এ সময় একটি সভা ও সিনেটও ছিল। রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫১০ অব্দে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়শত বছর স্থায়ী হয়েছিল।

সভ্যতায় রোমের অবদান : রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা এসব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে বিপুলভাবে ঋণী।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **মিশরীয়রা সর্বপ্রথম কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ আবিষ্কার করে?**
ক ২৩টি ● ২৪টি গ ২৫টি ঘ ২৬টি

২. **মিশরীয়দের কাছে ধর্ম এত গুরবত্বপূর্ণ ছিল কেন?**

● মিশরীয়রা সর্বক্ষেত্রে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল
ⓚ অভিজাত সম্প্রদায় ধর্মের গুরুত্ব দিত
ⓖ পুরোহিতরা দেশ শাসন করত
ⓘ মিশরীয়রা ধর্মে বিশ্বাসী ছিল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের পরিবেশনা দেখে সীমা ও তার পরিবার অভিভূত হয়। অনুষ্ঠান দেখে সীমার একটি সভ্যতার কথা মনে পড়ল এবং সে তার স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে ধারণা নেয়।

৩. **সীমার কোন সভ্যতার কথা মনে পড়ে?**
ⓚ রোমান ● গ্রিক ⓖ চৈনিক ⓘ সিন্ধু

৪. **এ ধরনের আয়োজনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে–**
i. অর্থনৈতিক ঐক্য ii. সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়
iii. রাজনৈতিক সমঝোতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ i ও ii ⓘ i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ মিশরীয় সভ্যতা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এখানে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদীর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যার পানি নেমে গেলে তীরবর্তী এলাকায় পলি জমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঐ অঞ্চলে চাষাবাদ করে কৃষকরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে।

ক. কোন রাজা রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন?
খ. রোমে তিনজনের শাসন টিকেনি কেন? বর্ণনা কর।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার সাথে কোন সভ্যতার কোন অববাহিকার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সভ্যতার বিকাশে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাতিন রাজা রোমিউলাস রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

খ প্রাচীন রোমান সভ্যতায় ক্ষমতার দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে অক্টোভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাস–এ তিনজন নেতা বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে তিন ভাগ করে শাসনের দায়িত্ব নেন। যা ইতিহাসে ত্রয়ীশাসন নামে পরিচিত। কিন্তু তিনজনের শাসন বেশি দিন টিকেনি। কারণ, প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল রোমের সম্রাট হওয়া। ফলে খুব শিগগির আবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। এতে ত্রয়ীশাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার সাথে মিশরীয় সভ্যতার নীলনদ অববাহিকার মিল রয়েছে। মিশরের নীলনদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন– 'মিশর নীলনদের দান'। উদ্দীপকেও দেখা যায় বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়েছে। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেত। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। উদ্দীপকের দেশটিতেও প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদীর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যার পানি নেমে গেলে তীরবর্তী এলাকায় পলি জমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঐ অঞ্চলে চাষাবাদ করে কৃষকরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশের অবস্থার সাথে মিশরীয় সভ্যতার নীলনদ অববাহিকার মিল পাওয়া যায়।

ঘ সভ্যতার বিকাশে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা অর্থাৎ নদীতে বন্যার ফলে তার তীরবর্তী এলাকার উর্বরতাপ্রাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। আদিম যুগের মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে বনে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত। এই ছিল তাদের খাদ্য। এরপর মানুষ পাথর ভেঙে ঘসে ঘসে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। পাথর যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করত। এরা আগুনের ব্যবহারও জানত। কিন্তু এ যুগেও সভ্যতার উন্মেষ ঘটেনি। পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয়ে মানুষ যখন কৃষিকাজ শেখে, একই সঙ্গে শেষ হয় তাদের যাযাবর জীবন। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এযুগে মানুষ নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে শেখে। এভাবেই মানবসভ্যতার শুরু।

উদ্দীপকেও এরূপ একটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য। যেখানে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষকেরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। আর এদেশে যেমন প্রতিবছরের বন্যায় স্বাভাবিক প্লাবনে ভূমিতে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়, প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষেও সেরূপ অবস্থা দেখা যায়। যেমন মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটে নীলনদের অববাহিকায়। সুতরাং, উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থা তথা নদীর অবদান সভ্যতার বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. **বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে?** [স. বো. '১৬]
ⓚ হেরোডোটাস ● থুকিডাইডেস
ⓖ ইউরিপিদিস ⓘ এরিস্টোফেনেস

২. **পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা?** [স. বো. '১৫]
ⓚ মিশরীয়রা ● গ্রিকরা
ⓖ রোমানরা ⓘ সিন্ধুর অধিবাসীরা

৩. **মিশরের প্রথম ফারাও কে?** [মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর]
● মেনেস (নারমার) ⓚ ফারাও খুফু
ⓖ ফারাও ইখনাটন ⓘ হাম্মুরাবি

৪. **মিশরের পূর্ব দিকে কোন সাগর অবস্থিত?** [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● লোহিত সাগর ⓚ ভূমধ্যসাগর
ⓖ আরব সাগর ⓘ চীন সাগর

৫. **মিশরীয় সভ্যতা কত বছর স্থায়ী ছিল?**
[মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ⓚ ২০০০ ● ২৫০০ ⓖ ৩০০০ ⓘ ৩৫০০

৬. **ফারাও পদটি কেমন ছিল?** [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক আরামের খ আয়েশের
গ মর্যাদার ● বংশানুক্রমিক

৭. **নীলনদ কোথায় পতিত হয়েছে?** [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক আরব সাগরে খ লোহিত সাগরে
● ভূমধ্যসাগরে ঘ আটলান্টিক মহাসাগরে

৮. **মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন–** [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ইখনাটন খ ফারাও খুফু ● হেরোডোটাস ঘ এরিস্টটল

৯. **মিশরীয়দের কাছে ধর্ম এত গুরবত্বপূর্ণ ছিল কেন?** [খাগড়াছড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সকল মিশরীয়রা ধর্মে বিশ্বাসী ছিল বলে
খ পুরোহিতরা দেশ শাসন করত বলে
গ অভিজাতরা ধর্মের গুরবত্ব দিত বলে
● মিশরীয়রা সর্বক্ষেত্রে ধর্মদ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে

১০. **মিশরীয়দের সূর্য দেবতার নাম কী?** [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● 'রে' বা 'আমন রে' খ ওসিরিস
গ ইখনাটন ঘ ঈশ্বর

১১. **নীলদের দেবতার নাম–** [দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
● ওসিরিস খ ফারাও গ রে ঘ এটম

১২. **মিশরীয়দের প্রিয় রং কী ছিল?** [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক লাল ও সবুজ খ লাল ও কালো
● সাদা ও কালো ঘ লাল ও নীল

১৩. **মিশরীয়দের বর্ণমালায় কতটি ব্যঞ্জন বর্ণ ছিল?** [রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক ২২ খ ২৩ ● ২৪ ঘ ২৫

১৪. **মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতিকে কী বলা হতো?** [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
● হায়ারোগিরফিক খ কিউনিফর্ম
গ মেসোপটেমীয় লিপি ঘ মিশরীয় লিপি

১৫. **পৃথিবীতে প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে কারা?** [চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক গ্রিকরা খ পারসিকরা ● মিশরীয়রা ঘ অ্যাসেরীয়রা

১৬. **সিন্ধু সভ্যতা কোন অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল?** [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক নীলনদের ● সিন্ধু নদের গ যমুনার ঘ ব্রহ্মপুত্র নদের

১৭. **কত খ্রিষ্টাব্দে (হরপ্পায়) প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়?** [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
ক ১৯১৯–১৯২০ খ ১৯২১–১৯২২
● ১৯২২–১৯২৩ ঘ ১৯২৩–১৯২৪

১৮. **উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা কোনটি?** [সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা]
● সিন্ধু সভ্যতা খ বৌদ্ধ সভ্যতা
গ চৈনিক সভ্যতা ঘ ইনকা সভ্যতা

১৯. **সিন্ধু উপত্যকার নগরগুলো কেমন ছিল?** [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ক রাজতান্ত্রিক ● প্রজাতান্ত্রিক
গ একনায়কতান্ত্রিক ঘ আমলাতান্ত্রিক

২০. **সিন্ধু সভ্যতার পথের ধারে কী ছিল?** [অগ্রগামী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট]
ক গাছপালা খ ঘরবাড়ি
গ দোকানপাট ● সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট

২১. **হরপ্পার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইমারত ছিল কোনটি?** [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক বৃহদাকার প্রাসাদ খ বৃহদাকার স্নানাগার
● বৃহদাকার শস্যাগার ঘ বৃহদাকার অট্টালিকা

২২. **পেরটো কার শিষ্য ছিলেন?** [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● সক্রেটিসের খ এরিস্টলের
গ তালেসের ঘ আলেকজান্ডারের

২৩. **পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা?** [দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● গ্রিক বিজ্ঞানীরা খ মিশরীয় বিজ্ঞানীরা
গ মেসোপটেমীয় বিজ্ঞানীরা ঘ চৈনিক বিজ্ঞানীরা

২৪. **অলিম্পিক খেলার সূচনা হয় কোথায়?** [দি বাডস্ রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
ক রোমে ● গ্রিসে গ মিশরে ঘ তুরস্কে

২৫. **রোমানদের প্রধান দেবতার নাম ছিল কী?** [বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক গঙ্গা খ বিষ্ণু গ গণেশ ● জুপিটার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬. **পেরিক্লিস যে বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন–** [স. বো. '১৫]
i. প্রশাসন ii. আইন
iii. বিচার বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৭. **পিরামিড একটি–** [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
i. স্থাপত্য শিল্প
ii. ভাস্কর্য শিল্প
iii. কারুশিল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শরিফ স্যার গণিতের ক্লাসে ত্রিভুজের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। দশম শ্রেণির ছাত্র সিয়ামের মনে পড়ে যায় এক বিশেষ সভ্যতার কথা। যাদের তৈরিকৃত এক স্থাপত্য শিল্পের আকৃতিও ত্রিভুজের মতো। [স. বো. '১৫]

২৮. **সিয়ামের কোন সভ্যতার কথা মনে পড়ে?**
● মিশরীয় খ গ্রিক গ সিন্ধু ঘ রোমান

২৯. **উক্ত সভ্যতার লোকেরা ছিল–**
i. ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত
ii. একেশ্বরবাদের ধারক
iii. প্রথম পঞ্জিকার আবিষ্কারক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ০৮

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০. **আদিম যুগে মানুষ কোনটি জানত?** (জ্ঞান)
● ফলমূল সংগ্রহ করতে খ ফসল উৎপাদন করতে
গ পশু পালন করতে ঘ ব্যবসা করতে

৩১. **আদিম মানুষেরা অস্ত্র তৈরি করতে কী ব্যবহার করত?** (অনুধাবন)
ক বন্দুক খ লোহা গ বলম ● পাথর

৩২. **আদিম যুগে একমাত্র হাতিয়ার কী ছিল?** (জ্ঞান)
ক ধনুক খ বর্শা ● পাথর ঘ লোহা

৩৩. **পাথরের যুগের প্রথম পর্যায়কে কী বলা হতো?** (জ্ঞান)
ক নতুন পাথরের যুগ ● পুরাতন পাথরের যুগ
গ মধ্য যুগ ঘ নবোপলীয় যুগ

৩৪. **পুরোপলীয় যুগ কী?** (জ্ঞান)
● পুরনো পাথরের যুগ খ আদি পাথরের যুগ
গ নব্য পাথরের যুগ ঘ বর্তমান পাথরের যুগ

৩৫. **কোন অস্ত্র দিয়ে প্রাচীন মানুষ পশু শিকার করত?** (অনুধাবন)
ক লোহার অস্ত্র ● পাথরের অস্ত্র
গ আধুনিক অস্ত্র ঘ কাঠের অস্ত্র

৩৬. **পুরনো পাথরের যুগ শেষ হলে মানুষ কোনটি শেখে?** (জ্ঞান)
ক পশুপালন ● কৃষি কাজ
গ ব্যবসায় ঘ পশু শিকার

৩৭. **কোন যুগের শেষে প্রাচীন মানুষের যাযাবর জীবন শেষ হয়?** (জ্ঞান)

ক নতুন পাথরের যুগ ● পুরনো পাথরের যুগ
গ মধ্য যুগ ঘ ব্রোঞ্জ যুগে

৩৮. নবোপলীয় যুগের অপর নাম কী? (জ্ঞান)
ক আদিম যুগ খ মধ্য যুগ
● নতুন পাথরের যুগ ঘ আধুনিক যুগ

৩৯. পুরনো পাথরের যুগ শেষ হলে কোন যুগ শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক মধ্য যুগ খ আদিম যুগ
● নবোপলীয় যুগ ঘ ব্রোঞ্জ যুগ

৪০. কৃষির আবিষ্কার হয় কোন যুগে? (জ্ঞান)
ক পুরোপলীয় যুগে ● নবোপলীয় যুগে
গ লৌহ যুগে ঘ আদিম যুগে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. আদিম যুগে মানুষ– (অনুধাবন)
i. ফলমূল সংগ্রহ করত
ii. পাথরের অস্ত্র দিয়ে পশু শিকার করত
iii. যাযাবর জীবনযাপন করত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪২. নবোপলীয় যুগের বিশেষ অবদান হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. মানুষের শিকারি জীবনের অবসান
ii. কৃষির আবিষ্কার
iii. ঘরবাড়ি নির্মাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ বিশ্বসভ্যতা : মিশরীয় সভ্যতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯

At a Glance

- আফ্রিকা মহাদেশের যে দেশটির নাম বর্তমানে ইজিপ্ট, তার প্রাচীন নাম– মিশর।
- মিশরে প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে– খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে।
- মিশরের প্রথম নরপতি ও পুরোহিত হলেন– নারমার বা মেনেস।
- মিশরের অর্থনীতি ছিল মূলত– কৃষি নির্ভর।
- 'মিশর নীল নদের দান' বলেছেন– হেরোডোটাস।
- মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড হলো– ফারাও খুফুর পিরামিড।
- গণিত শাস্ত্রের দুটি শাখা জ্যামিতি এবং পাটিগণীতের প্রচলন করে– মিশরীয়রা।
- মিশরীয়দের জীবনের সবকিছু প্রভাবিত হয়– ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪৩. মিশরের অবস্থান– (জ্ঞান)
● আফ্রিকার উত্তর–পূর্ব অংশে খ আফ্রিকার দক্ষিণাংশে
গ ইউরোপের পূর্বাংশে ঘ এশিয়ার উত্তরাংশে

৪৪. মিশরের বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান)
ক পারস্য খ মেসোপটেমিয়া
● ইজিপ্ট ঘ স্পার্টা

৪৫. ইজিপ্ট এর পূর্ব নাম কী? (জ্ঞান)
ক গিনি খ সেনেগাল ● মিশর ঘ সাইপ্রাস

৪৬. মিশরে খ্রিষ্টাপূর্ব কত অব্দে প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে? (জ্ঞান)
ক ৩০০০ অব্দে খ ২০০০ অব্দে ● ৪০০০ অব্দে ঘ ৪৫০০ অব্দে

৪৭. উত্তর মিশরকে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
● নিম্ন মিশর খ উচ্চ মিশর
গ সমতল মিশর ঘ পাহাড়ী মিশর

৪৮. খ্রিষ্টপূর্ব কত অব্দে নীলনদের অববাহিকায় একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়? (জ্ঞান)
ক ৪০০০ – ৩০০০ অব্দে খ ৩০০০ – ২০০০ অব্দে
গ ৫০০০ – ৪০০০ অব্দে ● ৫০০০ – ৩২০০ অব্দে

৪৯. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশরীয় সভ্যতায় প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক ৩০০০ খ ২০০০ ● ৩২০০ ঘ ৩৪০০

৫০. প্রথম ফারাও–এর মর্যাদা লাভ করেন কে? (জ্ঞান)
● মেনেস খ ইখনাটন গ এটন ঘ মানিস প্যান্ডে

৫১. মিশরের দক্ষিণে কোন রাষ্ট্রটি অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক কাতার খ সিরিয়া গ লেবানন ● সুদান

৫২. মিশরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত– (জ্ঞান)
ক লোহিত সাগর ● সাহারা মরুভূমি
গ গোবি মরুভূমি ঘ আরব সাগর

৫৩. মিশরের আয়তন কত বর্গমাইল? (জ্ঞান)
● প্রায় চার লক্ষ খ প্রায় দুই লক্ষ
গ প্রায় তিন লক্ষ ঘ প্রায় পাঁচ লক্ষ

৫৪. কার নেতৃত্বে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়? (জ্ঞান)
● মেনেস খ পেরিক্লিস গ থেলিস ঘ হেরোডোটাস

৫৫. মেনেস যে সভ্যতার গোড়াপত্তন করে তা কত বছর স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল? (জ্ঞান)
ক প্রায় ২ হাজার বছর ● প্রায় ৩ হাজার বছর
গ প্রায় ৪ হাজার বছর ঘ প্রায় ৫ হাজার বছর

৫৬. কোন দেশের এক বর্বর জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয়? (জ্ঞান)
ক জর্দান খ ইসরাইল গ গিনি ● লিবিয়া

৫৭. খ্রিষ্টপূর্ব কত শতকে লিবিয়ার এক বর্বর জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয়? (জ্ঞান)
ক নবম খ অষ্টম ● দশম ঘ সপ্তম

৫৮. কোন দেশের এক বর্বর জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয়? (জ্ঞান)
ক জর্দান খ ইসরাইল গ গিনি ● লিবিয়া

৫৯. কোন সময়ে অ্যাসিরীয়রা মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে? (জ্ঞান)
ক ৬৭০ – ৬৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে খ ৬০০ – ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
● ৬৭০ – ৬৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘ ৬৭০ – ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

৬০. পারস্য কোন সময়ে মিশর দখল করেছিল? (জ্ঞান)
ক ৫২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ● ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
গ ৫৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘ ৫৩৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

৬১. কোন দেশ মিশর দখল করে নিলে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হয়? (জ্ঞান)
ক মেসোপটেমিয়া ● পারস্য
গ আরবরা ঘ ইংরেজরা

৬২. প্রাচীন মিশরের রাজাদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)
● ফারাও খ প্রভু গ বাদশাহ ঘ সম্রাট

৬৩. প্রাক রাজবংশীয় যুগে মিশরের ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলোকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক এটন খ ফারাও গ পিরামিড ● নোম

৬৪. মিশরের প্রথম রাজার নাম কী? (জ্ঞান)
● মেনেস খ জুপিটার
গ থেলিস ঘ লিওপোল্ড ফন র‍্যাংকে

৬৫. কোন রাজা সমগ্র মিশরকে একত্রিত করে একটি একক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন? (জ্ঞান)
● মেনেস খ হাম্মুরাবি
গ জুলিয়াস সীজার ঘ কনফুসিয়াস

৬৬. প্রাচীন মিশরের রাজধানী কোনটি? (জ্ঞান)
ক রোম খ গ্রিস ● মেম্ফিস ঘ এথেন্স

৬৭. ফারাও শব্দের উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে? (জ্ঞান)
ক 'পোরাও' ● 'পের–ও' গ 'পেরিও' ঘ 'পরাও'

৬৮. ফারাওরা ছিল অত্যন্ত– (জ্ঞান)
● ক্ষমতাশালী খ ন্যায় নীতিবান
গ কঠোর ঘ দয়ালু

৬৯. নিজেদেরকে সূর্যদেবতার বংশধর মনে করতেন কোন দেশের রাজারা? (জ্ঞান)
ক লিবিয়া ● মিশর গ ইরান ঘ ইরাক

৭০. ফারাওরা নিজেদের কার বংশধর মনে করত? (জ্ঞান)
ক অগ্নিদেবতা ● সূর্য দেবতা
গ শক্তি দেবতা ঘ পাথর দেবতা

৭১. ফারাওদের উত্তরাধিকার সূত্রে কারা ফারাও হতো? (জ্ঞান)

ক তাদের পিতা ● তাদের ছেলে
গ তাদের ভাই ঘ সাধারণ প্রজা

৭২. পেশার বিচারে প্রাচীন মিশরবাসীদের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ছয় ● আট গ দশ ঘ বারো

৭৩. নীলনদের উৎপত্তি কোন লেক থেকে হয়েছে? (অনুধাবন)
ক কাপাসিয়া ● ভিক্টোরিয়া গ নায়াগ্রা ঘ চরং

৭৪. মিশরের অর্থনীতি মূলত কীসের উপর নির্ভরশীল? (অনুধাবন)
ক ব্যবসা ● কৃষি
গ পশুপালন ঘ খনিজ সম্পদ

৭৫. কোনটি না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো? (জ্ঞান)
ক বৃষ্টির পানি ● নীলনদ গ আরব সাগর ঘ ভূমধ্যসাগর

৭৬. প্রাচীনকালে নীলনদে বন্যা হতো– (জ্ঞান)
● প্রতি বছর খ এক বছর পর
গ ৩ বছর পর ঘ ২ বছর পর

৭৭. মানবসভ্যতার অনেক ধ্যান ধারণা ও রীতি–নীতি কোথায় জন্ম হয়? (জ্ঞান)
ক ইরাকে খ ভারতে ● প্রাচীন মিশরে ঘ ইংল্যান্ডে

৭৮. মিশরে জমি উর্বর হতো কীভাবে? (অনুধাবন)
ক সার ব্যবহার দ্বারা খ সেচের পানি দ্বারা
গ বৃষ্টির পানি দ্বারা ● বন্যার পানি দ্বারা

৭৯. কাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে' এর গুরুত্ব বেশি ছিল? (জ্ঞান)
ক লিবীয়দের খ ইরানিদের ● মিশরীয়দের ঘ আরবদের

৮০. মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে– এমন ধারণা দেন কারা? (জ্ঞান)
ক আরবরা ● মিশরীয়রা গ গ্রিকরা ঘ ইংরেজরা

৮১. কী রবার জন্য পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল? (অনুধাবন)
ক ফারাও ● মমি গ রাজা ঘ প্রজা

৮২. মিশরীয়রা মৃতদেহকে মমি করত কেন? (অনুধাবন)
ক সম্মান জানাতে খ পূজা করতে
গ জীবিত করতে ● রবা করতে

৮৩. প্রাচীন মিশরে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করতেন কে? (জ্ঞান)
ক এটন ● ফারাও
গ জুপিটার ঘ আমন রে

৮৪. মিশরে চিত্র শিল্প গড়ে উঠেছিল কীসের প্রভাবে? (অনুধাবন)
● ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা খ ফারওদের দ্বারা
গ মনিদের দ্বারা ঘ প্রজাদের দ্বারা

৮৫. মিশরে কীভাবে চিত্রশিল্পের সূচনা হয়? (অনুধাবন)
ক রং আবিষ্কার হওয়ায়
খ চিত্রশিল্পীদের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায়
● মন্দির সাজাতে গিয়ে
ঘ রোমীয় সভ্যতার সংস্পর্শে

৮৬. মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী কীসের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে? (অনুধাবন)
● চিত্রশিল্পের খ পিরামিডের গ মন্দিরের ঘ বর্ণলিপির

৮৭. স্থাপত্য শিল্পের মতো মিশরীয়রা দক্ষ ছিল– (অনুধাবন)
ক ছবি আঁকায় ● বিভিন্ন ধরনের অলংকার তৈরিতে
গ অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতে ঘ অংক শাস্ত্রে

৮৮. প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের বাহন কী? (অনুধাবন)
● ভাস্কর্য খ পিরামিড গ জাদুঘর ঘ কৃষি কাজ

৮৯. স্ফিংকস ভাস্কর্যটি কাদের? (জ্ঞান)
ক সিরিয়ানদের ● মিশরীয়দের গ ইরানিদের ঘ ইরাকিদের

৯০. স্ফিংকসের দেহটা কিসের মতো? (জ্ঞান)
ক বাঘ খ হরিণ ● সিংহ ঘ গরব

৯১. মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিড– (জ্ঞান)
● ফারাও খুফুর পিরামিড খ কার্ক পিরামিড
গ লাকজোর পিরামিড ঘ নেবুচাদনেজাদের পিরামিড

৯২. মিশরীয়রা কত হাজার বছর পূর্বে ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ আবিষ্কার করেন? (জ্ঞান)
● পাঁচ খ ছয় গ তিন ঘ বিশ

৯৩. মিশরীয়রা প্রথম দিকে কীভাবে মনের ভাব প্রকাশ করত? (অনুধাবন)
ক লিখে খ সংখ্যা গুণে
● ছবি এঁকে ঘ ইশারায়

৯৪. ছবি আঁকার মাধ্যমে লিখন পদ্ধতিকে কী বলা হতো? (অনুধাবন)
ক খরিপ লিপি খ গৌড়লিপি
● চিত্রলিপি ঘ মিশরীয় লিপি

৯৫. 'হায়ারেগিফিক' অর্থ কী? (জ্ঞান)
● পবিত্র অবর খ সুন্দর অবর গ চিত্রলিপি ঘ বর্ণলিপি

৯৬. কোন শব্দ থেকে ইংরেজি পেপার নামের উৎপত্তি হয়েছে? (জ্ঞান)
● প্যাপিরাস খ হ্যাপিরাস গ পরাস ঘ মিরাস

৯৭. নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় আবিস্কৃত পাথরটি কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)
● রসেটা খ করেটা গ মরিট ঘ ফিউরিক

৯৮. মিশরীয়দের সভ্যতা কেমন ছিল? (জ্ঞান)
ক ব্যবসা নির্ভর ● কৃষিনির্ভর
গ পশুপালন নির্ভর ঘ মৎস্যনির্ভর

৯৯. জ্যামিতির প্রচলন করেন কারা? (জ্ঞান)
ক ইরানিরা খ সিরিয়রা ● মিশরীয়রা ঘ ইংরেজরা

১০০. পাটিগণিতের প্রচলন করেন কারা? (জ্ঞান)
● মিশরীয়রা খ আরবরা গ ইংরেজরা ঘ ফরাসিরা

১০১. ৩৬৫ দিনে বছর গণনা শুরব করে কারা? (জ্ঞান)
ক মেসোপটেমীয়রা খ গ্রিকরা
● মিশরীয়রা ঘ ফিনিশীয়রা

১০২. মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল কেন? (জ্ঞান)
ক শিল্পের কারণে খ যুদ্ধের কারণে
● ধর্মের কারণে ঘ কৃষির কারণে

১০৩. কারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ পচন থেকে রবা করতে সরম হয়? (জ্ঞান)
● মিশরীয়রা খ গ্রিকরা গ রোমানরা ঘ পারসিকরা

১০৪. কারা চোখ, দাঁত পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত? (অনুধাবন)
ক রোমীয়রা খ ফিনিশীয়রা
গ গ্রিকরা ● মিশরীয়রা

১০৫. মিশরীয়দের লেখার সময় মনোভাব কেমন থাকত? (জ্ঞান)
● আনন্দপূর্ণ খ বেদনাপূর্ণ
গ দুঃখপূর্ণ ঘ গাম্ভীর্যপূর্ণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৬. মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান হলো– (অনুধাবন)
i. পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি
ii. দক্ষিণে লেবানন
iii. পূর্বে লোহিত সাগর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৭. পেশার ওপর ভিত্তি করে মিশরের সমাজের মানুষকে যে শ্রেণিতে ভাগ করা হয়– (অনুধাবন)
i. রাজ পরিবার
ii. পুরোহিত
iii. অভিজাত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৮. মিশরের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উলেরখযোগ্য ছিল– (প্রয়োগ)
i. গম
ii. যব
iii. ধান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০৯. মিশরের গম ও লিলেন কাপড় রপ্তানী করা হতো– (প্রয়োগ)
i. ফিলিস্তিনে
ii. সিরিয়ায়

iii. ইরাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১১০. মিশরীয়রা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করত– (প্রয়োগ)
i. স্বর্ণ
ii. রৌপ্য
iii. হাতির দাঁত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১১. প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান– (প্রয়োগ)
i. ধর্মীয় চিন্তায়
ii. শিল্পে
iii. লিখন পদ্ধতিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১২. মিশরীয় চিত্র শিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন– (অনুধাবন)
i. সমাধিতে
ii. পিরামিডে
iii. মন্দিরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৩. মিশরীয়দের কারুশিল্পগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. আসবাবপত্র
ii. অলঙ্কার
iii. মমির মুখোশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৪. মিশরীয়রা সময় নির্ধারণের জন্য আবিষ্কার করেন– (অনুধাবন)
i. সূর্য ঘড়ি
ii. ছায়া ঘড়ি
iii. জল ঘড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৫. মিশরীয়রা আধুনিক সভ্যতার যে দিকটির উন্মেষে অবদান রাখেন– (অনুধাবন)
i. সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করেন
ii. ৩৬৫ দিনে বছর গণনা আবিষ্কার করেন
iii. জ্যামিতি ও পাটিগণিতের প্রচলন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৬. মিশরীয়রা নিচের যে ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল– (অনুধাবন)
i. যোগের ব্যবহার
ii. ভাগের ব্যবহার
iii. বিয়োগের ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৭. মিশরীয়রা হাড় জোড়া লাগানো ও নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করত। এ বিষয়টি আধুনিক ব্যবস্থার যে বিষয়কে প্রভাবিত করেছে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পরলোকে বিশ্বাস
ii. চিকিৎসা শাস্ত্র
iii. শিক্ষাব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ iii ⓘ i, ii ও iii

১১৮. মিশরীয়রা যেসব রোগ নির্ণয় করতে জানত– (অনুধাবন)
i. চোখের
ii. দাঁতের
iii. পেটের
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১১৯. মিশরীয়রা চর্চা করত– (অনুধাবন)
i. দর্শন
ii. সাহিত্য
iii. চিকিৎসা শাস্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সোহাম একটি কাগজের কল পরিদর্শন করে জানতে পারে যে, নলখাগড়া জাতীয় গাছের খণ্ড থেকে এ মিলে কাগজ প্রস্তুত করা হয়।

১২০. সোহামের দেখা কাগজ কলের কাঁচামালের সাথে কোন সভ্যতার কাগজ কলের কাঁচামালের মিল লক্ষ করা যায়? (প্রয়োগ)
ⓚ সিন্ধু ● মিশরীয় ⓖ রোমান ⓘ গ্রিক

১২১. উক্ত সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অক্ষর আবিষ্কার
ii. ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ
iii. ইংরেজি ভাষার আবিষ্কার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ সিন্ধু সভ্যতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১২

At a Glance

- সিন্ধু নদের অববাহিকায় যে অঞ্চল গড়ে উঠেছিল তার নাম– সিন্ধু সভ্যতা।
- সিন্ধু সভ্যতার উত্থান–পতনের সময়কাল হলো– ৩৫০০–১৫০০ অব্দ।
- সিন্ধু সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থা ছিল– মাতৃতান্ত্রিক।
- দ্রব্যের ওজন পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল– সিন্ধু সভ্যতা অধিবাসীরা।
- উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা হলো– সিন্ধু সভ্যতা।
- একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল– সিন্ধু সভ্যতায়।
- পরকালে বিশ্বাস করতেন– সিন্ধুবাসীরা।
- সিন্ধু সভ্যতার উলেরখযোগ্য শিল্পকর্ম– সীলমোহর।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২২. কোন সভ্যতাকে 'হরপ্পা সংস্কৃতি' বলা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ মিশরীয় সভ্যতাকে ⓚ চীনা সভ্যতাকে
ⓖ রোমান সভ্যতাকে ● সিন্ধু সভ্যতাকে

১২৩. কোন সভ্যতার আবিষ্কারের কাহিনী চমকপ্রদ? (জ্ঞান)
ⓚ গ্রিক ● সিন্ধু ⓖ মিশর ⓘ আরব

১২৪. সিন্ধু প্রদেশ কোন দেশে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ⓚ ভারত ● পাকিস্তান ⓖ ইরাক ⓘ ইরান

১২৫. লারকানা জেলা কোন প্রদেশের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ⓚ করাচি ● সিন্ধু ⓖ রাওয়ালপিন্ডি ⓘ বোম্বাই

১২৬. মহেঞ্জোদারো শহরের মাটির ঢিবি কেমন ছিল?
● উঁচু ⓚ নিচু ⓖ সমান ⓘ সমতল

১২৭. মড়া মানুষের ঢিবি বলতে বোঝায়– (জ্ঞান)
ⓚ পিরামিডকে ● মহেঞ্জোদারোকে
ⓖ হরপ্পাকে ⓘ স্ফিংকসকে

১২৮. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ ● বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ
ⓖ ইরানি প্রত্নতত্ত্ববিদ ⓘ ইরাকি প্রত্নতত্ত্ববিদ

১২৯. স্যার জন মার্শাল কে? (জ্ঞান)
● বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ⓚ দার্শনিক
ⓖ বিজ্ঞানী ⓘ চিকিৎসক

১৩০. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী দুটি কোন সভ্যতার নিদর্শন? (জ্ঞান)
ⓚ গ্রিক সভ্যতার ● সিন্ধুসভ্যতার

ⓖ মিশরীয় সভ্যতার ⓘ পারস্যসভ্যতার

১৩১. অন্যান্য সভ্যতার মতো মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সিন্ধুসভ্যতা এবং চৈনিক সভ্যতার মধ্যে একটি বড় মিল রয়েছে। এখানে কোন মিলের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ সভ্যতাগুলো একই সময়ে গড়ে উঠেছিল
ⓚ সভ্যতাগুলো সাগরের তীরে গড়ে উঠেছিল
ⓖ সভ্যতাগুলো পাহাড়ের উপরে গড়ে উঠেছিল
● সভ্যতাগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল

১৩২. সিন্ধুসভ্যতার উত্থান–পতনের কাল– (জ্ঞান)
● খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০–১৫০০ পর্যন্ত ⓚ খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০–১৬০০ পর্যন্ত
ⓖ খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০–১৪০০ পর্যন্ত ⓘ খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬০০–১৫০০ পর্যন্ত

১৩৩. সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণের অন্যতম কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ মহামারী ● আর্যদের আক্রমণ
ⓖ দুর্ভিক্ষ ⓘ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১৩৪. 'সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত –কে বলেছেন? (জ্ঞান)
ⓚ থুকিডাইসিস ⓚ হেরোডোটাস
● মর্টিমার হুইলার ⓘ থেলিস

১৩৫. পরিকল্পিত নগরী কোন সভ্যতার অবদান? (অনুধাবন)
ⓚ মিশরীয় ⓚ চৈনিক ● সিন্ধু ⓘ রোমান

১৩৬. সাভার দিনাজপুর থেকে ঢাকা আসার পথে রাস্তার পাশে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত অনেক বাড়ি দেখলেন। এ প্রেক্ষিতে তার কোন সভ্যতার কথা মনে পড়বে? (জ্ঞান)
● সিন্ধু ⓚ পারস্য ⓖ গ্রিক ⓘ মিশরীয়

১৩৭. সিন্ধু সভ্যতার যুগে মানুষের বসবাস আধুনিক সমাজে কোন ধারার বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে? (অনুধাবন)
● সমাজবদ্ধভাবে বসবাস ⓚ যাযাবর জীবন
ⓖ পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস ⓘ একা একা বসবাস

১৩৮. সিন্ধু সভ্যতার পরিবার পদ্ধতি কেমন ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ দলগত পরিবার ⓚ যৌথ পরিবার
● একক পরিবার ⓘ অন্ধ পরিবার

১৩৯. সিন্ধু সভ্যতার সমাজ কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল? (জ্ঞান)
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

১৪০. সিন্ধু সভ্যতার পরিবার ব্যবস্থা কেমন ছিল? (অনুধাবন)
● মাতৃতান্ত্রিক ⓚ পুরুষতান্ত্রিক ⓖ পিতৃতান্ত্রিক
ⓘ নিয়মতান্ত্রিক

১৪১. সিন্ধু সভ্যতার কৃষকরা কোথায় বাস করত? (জ্ঞান)
ⓚ শহরে ⓚ বনে ⓖ দুর্গে ● গ্রামে

১৪২. মেসোপটেমীর, মিশরীয়, সিন্ধু ও চীনা সভ্যতার একটি উলেরখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ সভ্যতাগুরো ছিল ধর্মভিত্তিক ⓚ সভ্যতাগুলো ছিল সমাজভিত্তিক
● সভ্যতাগুলো ছিল কৃষিভিত্তিক ⓘ সভ্যতাগুলো ছিল বাণিজ্যভিত্তিক

১৪৩. সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতির বড় দিক কোনটি ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ চাকরি ⓚ ব্যবসায়
● পশুপালন ⓘ মৎস্য চাষ

১৪৪. সিন্ধু সভ্যতার মানুষ কোন শিল্পে পারদর্শী ছিল?
ⓚ হস্তশিল্পে ⓚ তাঁতশিল্পে ⓖ কারুশিল্পে ● মৃৎশিল্পে

১৪৫. সিন্ধুবাসীদের মধ্যে কোন পূজা খুব জনপ্রিয় ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ পিতৃ পূজা ● মাতৃ পূজা ⓖ মূর্তি পূজা ⓘ দেব পূজা

১৪৬. সিন্ধুবাসীরা কীসের কারণে কবরে জিনিসপত্র ও অলংকার রেখে দিত? (অনুধাবন)
● পরলোকে বিশ্বাস ⓚ সামাজিক রীতি–নীতি
ⓖ কবরবাসী ব্যবহার করবে ⓘ সাজ–সজ্জার জন্য

১৪৭. সিন্ধুসভ্যতার রাস্তাগুলো ছিল– (জ্ঞান)
ⓚ বাঁকা ● পাকা ⓖ কাঁচা ⓘ সরু

১৪৮. সিন্ধু সভ্যতার রাস্তাগুলো কেমন ছিল? (অনুধাবন)
ⓚ কাঁচা ● সোজা ⓖ সরু ⓘ লম্বা

১৪৯. সিন্ধু সভ্যতায় রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ল্যাম্পোস্ট ছিল। এতে সভ্যতাটির কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা ● সুপরিকল্পিত নগরব্যবস্থা
ⓖ সমৃদ্ধশালী নগর ⓘ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

১৫০. ঢাকার উত্তরার আবাসিক এলাকাগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। উক্ত এলাকাগুলো তৈরিতে প্রাচীন কোন সভ্যতার জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ চৈনিক ● সিন্ধু ⓖ মিশরীয় ⓘ ইউরোপীয়

১৫১. কোন সভ্যতার অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ মিশরীয় ⓚ ক্যালডীয় ● সিন্ধু ⓘ আরব

১৫২. কোন সভ্যতার লোকেরা ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত? (জ্ঞান)
● সিন্ধু ⓚ মিশরীয় ⓖ গ্রিক ⓘ ফিনিশীয়

১৫৩. কুমারের চাকার ব্যবহার জানত কারা? (জ্ঞান)
ⓚ মিশরীয়রা ⓚ গ্রিকরা
● সিন্ধুর অধিবাসীরা ⓘ ক্যালডীয়রা

১৫৪. সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত কোন সভ্যতার লোকেরা? (জ্ঞান)
ⓚ মিশর ● সিন্ধু ⓖ ফিনিশীয় ⓘ ক্যালডীয়

১৫৫. সিন্ধুসভ্যতায় বয়ন শিল্পে পারদর্শী ছিলেন কারা? (জ্ঞান)
ⓚ মেয়েরা ⓚ যুবকেরা ● তাঁতিরা ⓘ দাসেরা

১৫৬. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা কিসের সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র তৈরি করত? (অনুধাবন)
ⓚ পাট ● ধাতু ⓖ বেনজিন ⓘ স্টিয়ারেট

১৫৭. ব্রোঞ্জের উপাদান কী কী? (অনুধাবন)
● তামা ও টিন ⓚ তামা ও দস্তা
ⓖ দস্তা ও টিন ⓘ টিন ও লোহা

১৫৮. সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীরা কীসের ব্যবহার জানত না? (জ্ঞান)
ⓚ তামার ● লোহার ⓖ দস্তার ⓘ সোনার

১৫৯. সিন্ধুসভ্যতার ঘর–বাড়ি গুলো কয় তলাবিশিষ্ট? (জ্ঞান)
ⓚ এক দুই তলা ⓚ দুই তলা
● দুই তিন তলা ⓘ চার তলা

১৬০. মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃহৎ মিলনায়তনটি কত ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ৭০ ● ৮০ ⓖ ৬০ ⓘ ৫০

১৬১. হরপ্পাতে কী পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
ⓚ স্নানাগার ● শস্যাগার ⓖ বিশ্রামাগার ⓘ অতিথি ঘর

১৬২. বৃহৎ স্নানাগার কোথায় পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
ⓚ এথেন্সে ⓚ রোমে
ⓖ হরপ্পায় ● মহেঞ্জোদারোতে

১৬৩. সিন্ধু সভ্যতার যুগে কতটি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
ⓚ ১২ ⓚ ১০ ● ১৩ ⓘ ১৪

১৬৪. মহেঞ্জোদারোতে কোন ধরনের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে? (জ্ঞান)
ⓚ পুরুষ মূর্তি ● নারী মূর্তি
ⓖ গরুর মূর্তি ⓘ বাঘের মূর্তি

১৬৫. মহেঞ্জোদারোতে কতগুলো সিল পাওয়া গেছে? (জ্ঞান)
ⓚ ২০০০ ● ২৫০০ ⓖ ২৪০০ ⓘ ২১০০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৬. সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে– (জ্ঞান)
i. পাঞ্জাবে
ii. রাজস্থানে
iii. গুজরাটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৭. সিন্ধু সভ্যতার মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– (অনুধাবন)
i. নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত

ii. কৃষকরা গ্রামে বাস করত
iii. একক পরিবার চালু ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৮. সিন্ধুদের প্রিয় অলংকার ছিল যেগুলো– (অনুধাবন)
i. হার
ii. আংটি
iii. বিছা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৬৯. সিন্ধুসভ্যতার লোকজন পোশাক–পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহার করত– (অনুধাবন)
i. সুতা
ii. তুলা
iii. পশম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭০. সিন্ধুসভ্যতার মহিলাদের অলংকারের মধ্যে ছিল– (অনুধাবন)
i. হার
ii. বালা
iii. আংটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ● i, ii ও iii

১৭১. সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি উন্নতি লাভ করেছিল– (অনুধাবন)
i. ধাতু শিল্পে
ii. রেয়ন শিল্পে
iii. বয়ন শিল্পে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭২. সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা যেসব অঞ্চলের সাথে বাণিজ্য করত– (অনুধাবন)
i. বেলুচিস্তান
ii. বাংলাদেশ
iii. গুজরাট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৩. সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা বাণিজ্যিক যোগাযোগ করত– (প্রয়োগ)
i. পারস্যের সঙ্গে
ii. বেলুচিস্তানের সঙ্গে
iii. আফগানিস্তানের সঙ্গে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৪. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় ছিল– (অনুধাবন)
i. খাল খনন
ii. পথের ধারে সারিবদ্ধ ল্যাম্পোস্ট
iii. কূপ ও স্নানাগার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭৫. সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা যেসব অলংকার তৈরিতে পারদর্শী ছিলেন– (অনুধাবন)
i. তামা
ii. সোনা
iii. আংটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭৬. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ২৫০০টি সিল যে কাজে ব্যবহার করা হতো বলে ধারণা করা হয়– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্রীয় কাজে
ii. ধর্মীয় কাজে
iii. বাণিজ্যের কাজে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে এবং ১৭৭ ও ১৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অঞ্জলি দাদুর অ্যালবামে একটি মূর্তির মাথার ছবি দেখতে পেল। সে আরও দেখল নৃত্যরতা একটি নারী মূর্তি, মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তি।

১৭৭. অঞ্জলির দাদু তার অ্যালবামে কিসের নিদর্শন সংরক্ষণ করেছেন? (প্রয়োগ)
ক সনাতন ধর্মের ● সিন্ধু সভ্যতার
গ বৌদ্ধ ধর্মের ঘ গ্রিক সভ্যতার

১৭৮. অঞ্জলি দাদুর অ্যালবামে দেখা নিদর্শন থেকে ধারণা পাবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ধর্মীয় অবস্থার
ii. শিল্পের
iii. ভাস্কর্যের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ গ্রিক সভ্যতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৫

At a Glance

- 'ইলিয়ড ও ওডিসি' মহাকাব্যের লেখক হলেন– গ্রিক মহাকবি হোমার।
- পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন– গ্রিক বিজ্ঞানীরা।
- প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় প্রাচীন গ্রিসের– এথেন্সে।
- নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন– গ্রীক অধিবাসীরা।
- ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস ছিলেন– গ্রীক নাগরিক।
- পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে তা প্রথম ধারণা দেন– গ্রীক বিজ্ঞানীরা।
- ইজিয়ান সভ্যতার নিদর্শন হলো– ট্রয় নগরী।
- সক্রেটিস ছিলেন– গ্রীক সভ্যতার দার্শনিক।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৯. 'ইলিয়ড' ও ওডিসি' কোন ধরনের রচনা? (অনুধাবন)
ক পত্রকাব্য ● মহাকাব্য
গ সাহিত্য ঘ কবিতা

১৮০. ঈজিয়ান সভ্যতা আবিষ্কৃত হয় কত শতকে? (জ্ঞান)
ক ষোলো খ সতেরো গ আঠারো ● উনিশ

১৮১. গ্রিকরা প্রথম অঙ্কন করেন— (অনুধাবন)
ক জমির মানচিত্র ● পৃথিবীর মানচিত্র
গ রোমানদের মানচিত্র ঘ দেশের মানচিত্র

১৮২. গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠে কীভাবে? (অনুধাবন)
● ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে খ প্রধান বন্দর নিয়ে
গ সমতল ভূমি নিয়ে ঘ ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে

১৮৩. গ্রিক সভ্যতাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
● দুই খ তিন গ পাঁচ ঘ চার

১৮৪. ক্রিট দ্বীপে কোন সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে? (জ্ঞান)
● মিনিয়ন সভ্যতা খ ফিনিশীয় সভ্যতা
গ এশিয়ান সভ্যতা ঘ ক্যালডীয় সভ্যতা

১৮৫. "মিনিয়ন" সভ্যতার স্থায়ীকাল– (জ্ঞান)
ক খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০–১৪০০ পর্যন্ত ● খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০–১৪০০ পর্যন্ত
গ খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০–১৫০০ পর্যন্ত ঘ খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০–১২০০ পর্যন্ত

১৮৬. 'মাইসিনিয়' সভ্যতার অপর নাম কী? (অনুধাবন)
ক হরপ্পা খ মিনিয়ন গ সিন্ধু ● এচিয়ান

১৮৭. 'মাইসিনিয়' সভ্যতার স্থায়ীকাল– (জ্ঞান)
● খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০–১১০০ পর্যন্ত খ খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০–১২০০ পর্যন্ত
গ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০–১১০০ পর্যন্ত ঘ খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০–১৫০০ পর্যন্ত

১৮৮. কয়টি সাগর দ্বারা গ্রিস দেশটি বেষ্টিত? (অনুধাবন)

ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

১৮৯. প্রাচীন মাইসিনি নগরটি বর্তমান কোন মহাদেশে অবস্থিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক আফ্রিকা খ ওশেনিয়া গ এশিয়া ● ইউরোপ

১৯০. গ্রিক সভ্যতার সাথে কতটি সংস্কৃতির নাম জড়িত? (জ্ঞান)
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

১৯১. গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহরের নাম কী? (জ্ঞান)
ক স্পটো ● এথেন্স গ লা পটা ঘ বাবেন

১৯২. 'হেলেনিক সংস্কৃতি' কোন শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে? (জ্ঞান)
ক স্পার্টা ● এথেন্স গ রেডিয়াটিক ঘ আবাদান

১৯৩. আলেকজান্ডার কোন দেশের নাগরিক? (জ্ঞান)
ক ফ্রান্স ● গ্রিক গ ইরান ঘ বাংলাদেশ

১৯৪. স্পার্টা নগরীর অবস্থান ছিল কোন অঞ্চলে? (জ্ঞান)
● পেলোপনেসাস খ মহেঞ্জোদারো
গ আলেকজান্দ্রিয়া ঘ ইরাকে

১৯৫. হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি কোথায় গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)
ক গ্রিসে খ রোমে
গ প্যালেস্টাইনে ● আলেকজান্দ্রিয়ায়

১৯৬. স্পার্টা কোথায়? (জ্ঞান)
ক মিশরে ● গ্রিসে গ রোমে ঘ চীনে

১৯৭. স্পার্টা নগরীর অবস্থান ছিল কোন অঞ্চলে? (জ্ঞান)
● পেলোপনেসাস খ মহেঞ্জোদারো
গ আলেকজান্দ্রিয়া ঘ ইরাকে

১৯৮. ডোরীয় যোদ্ধারা কত অব্দে স্পার্টা দখল করেছিল? (জ্ঞান)
● ৮০০ খ ৯০০ গ ৭০০ ঘ ৬০০

১৯৯. স্পার্টা দখল করেছিল কোন যোদ্ধারা? (জ্ঞান)
● ডোরীয় খ ফাছিন গ এম ঘ পেরিও

২০০. পরাজিত অধিবাসীদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)
● হেলট খ বাঙগা গ পাইরেট ঘ মেনেসা

২০১. স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক সভ্যতার জন্য খ শান্তির জন্য
গ উন্নয়নের জন্য ● যুদ্ধের জন্য

২০২. স্পার্টানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার যথার্থ কারণ হলো সামরিক ক্ষেত্রে মনোযোগ। এ অবস্থা রাষ্ট্রকে কোন পথে পরিচালিত করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক গণতন্ত্রের খ অর্থনৈতিক দুর্বলতা
গ বাণিজ্য ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা ● ধ্বংসের

২০৩. প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ক ক্রিটে খ রোমে ● এথেন্সে ঘ স্পার্টায়

২০৪. এথেন্স কোন শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক পাঁচ খ ছয় ● সাত ঘ আট

২০৫. সাধারণ মানুষের নামে যে ক্ষমতা নেয়া হয় তাকে বলে— (অনুধাবন)
ক বাইরান্ট ● টাইরান্ট গ রাখাইন ঘ ব্রাইট

২০৬. প্রাচীন গ্রিসে জনগণের কল্যাণে সর্বপ্রথম কে এগিয়ে আসেন? (জ্ঞান)
● সোলন খ পেরিক্লিস
গ আলেকজান্ডার ঘ থালেস

২০৭. প্রাচীন গ্রিসের জনগণের কল্যাণে এগিয়ে আসেন কে? (জ্ঞান)
● ক্লিসথেনিস খ প্রমিথিউস গ থুকিডাইডেস ঘ এসকাইলাস

২০৮. পেরিক্লিস কে? (জ্ঞান)
ক মিশরীয় রাজা খ চীনের দার্শনিক
● গ্রিসের রাজা ঘ রোমের সম্রাট

২০৯. প্রাচীন পৃথিবীতে গণতন্ত্রের সূচনা করে কোন রাষ্ট্র? (অনুধাবন)
● এথেন্স খ স্পার্টা গ হিব্রুরা ঘ আসিরীয়রা

২১০. পেরিক্লিস কত বছর রাজত্ব করেন? (জ্ঞান)
ক ২০ ● ৩০ গ ২৫ ঘ ৪০

২১১. কার সময়ে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে? (জ্ঞান)
ক দায়িয়ুস ● পেরিক্লিস
গ ক্লিসথেনিস ঘ পিসিসট্রেটাস

২১২. কত অব্দে এথেন্সে ভয়াবহ মহামারিতে এক–চতুর্থাংশ লোক মারা যায়? (জ্ঞান)
● ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে খ ৪৪০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
গ ৪২০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘ ৪১০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে

২১৩. কত খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মহামারিতে পেরিক্লিস মারা যান? (জ্ঞান)
ক ৪২০ ● ৪৩০ গ ৪২৫ ঘ ৪৪০

২১৪. কার মৃত্যুর পর এথেন্সের দুর্ভোগ শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক ক্লিসথেনিস ● পেরিক্লিস গ সোলন ঘ টাইরাট

২১৫. স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে মোট কতবার যুদ্ধ হয়? (জ্ঞান)
● তিন খ চার গ দুই ঘ পাঁচ

২১৬. এথেন্সে ও স্পার্টার মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধের নাম কী? (জ্ঞান)
ক ডেলিয়ান যুদ্ধ ● পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ
গ স্পার্টার যুদ্ধ ঘ রোমীয় যুদ্ধ

২১৭. ৪৬০ থেকে ৪০৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কতবার? (জ্ঞান)
● ৩ বার খ ৪ বার গ ৫ বার ঘ ৭ বার

২১৮. এথেন্স তার বন্ধুরাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে যে জোট গঠন করেছিল তা হচ্ছে– (জ্ঞান)
● ডেলিয়ান লীগ খ পেলোপনেসীয় লীগ
গ রিপাবলিক লীগ ঘ পেরিক্লিস লীগ

২১৯. স্পার্টা তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে যে জোট গঠন করেছিল তা হচ্ছে– (জ্ঞান)
ক ডেলিয়ান লীগ ● পেলোপনেসীয় লীগ
গ রিপাবলিক লীগ ঘ পেরিক্লিস লীগ

২২০. কত অব্দে এথেন্স স্পার্টার অধীনে চলে যায়? (জ্ঞান)
ক ৩৬০ খ ৩৬৫ গ ৩৬৬ ● ৩৬৯

২২১. ফিলিপ কোন দেশের রাজা? (জ্ঞান)
ক আলবেনিয়া খ নেপাল ● মেসিডোনের ঘ বুলগেরিয়া

২২২. গ্রিসের সংস্কৃতির নাম কী? (জ্ঞান)
ক মিলাহিন ● হেলেনীয় গ পেলোনীয় ঘ চাক্কি

২২৩. স্বাধীন গ্রিসবাসীর ছেলেরা কত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত? (জ্ঞান)
ক ছয় ● সাত গ পাঁচ ঘ আট

২২৪. ধনী ব্যক্তির ছেলেদের কত বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করা লাগত? (জ্ঞান)
ক ১৭ ● ১৮ গ ১৯ ঘ ২০

২২৫. কোনো সভ্যতায় মেয়েরা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে পারতনা? (জ্ঞান)
ক রোম ● গ্রিক গ পারস্য ঘ মেসোপটেমীয়

২২৬. হোমার কে? (জ্ঞান)
● গ্রিসের কবি খ ভারতের পন্ডিত
গ মেসোপটেমীয় রাজা ঘ চীনের পুরোহিত

২২৭. 'ইলিয়ড' আর 'ওডিসি' রচনা করেন কে? (জ্ঞান)
ক লিভি ● হোমার
গ হোরাস ভার্জিল ঘ ওভিদ

২২৮. বিয়োগান্তক নাটকের জনক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হেমিয়ড ● এসকাইলাস গ সাম্পো ঘ হোমার

২২৯. এসকাইলাস রচিত নাটকের নাম কী? (জ্ঞান)
ক ওডিসি খ ইলিয়াড
● প্রমিথিউস বাউন্ড ঘ প্রোসিডন

২৩০. সোফোক্লিস কোন দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার? (জ্ঞান)
ক ফ্রান্স ● গ্রিস গ সাইপ্রাস ঘ মিশর

২৩১. কে একশটিরও বেশি নাটক লিখেছিলেন? (জ্ঞান)
ক এসস্কাইলাস ● সফোক্লিস গ হোমার ঘ এরিস্টটল

২৩২. সফোক্লিসের জনপ্রিয় নাটক কোনটি? (জ্ঞান)
ক আগামেনন খ প্রমেথুয়াস ● আন্তিগনে ঘ রিপাবলিক

২৩৩. ইউরিপিদিস কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● নাট্যকার খ গল্পকার গ উপন্যাসিক ঘ ছোট গল্পকার

২৩৪. ইতিহাসের জনক কে? (জ্ঞান)
ক থুকিডাইসিস খ ফন র‍্যাংকে ● হেরোডোটাস ঘ পেরিক্লিস

২৩৫. কাকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক বলা হয়? (জ্ঞান)

● থুকিডাইডেসকে ⓚ টয়েনবিকে
ⓖ জনসনকে ⓘ হেরোডোটাসকে

২৩৬. 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র' বইটির লেখক কে? (জ্ঞান)
ⓚ হেরোডোটাস ● থুকিডাইডেস
ⓖ হোমার ⓘ ফন র‍্যাংকে

২৩৭. গ্রিকদের কতটি দেব–দেবী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ১০ ● ১২ ⓖ ৯ ⓘ ১৩

২৩৮. গ্রিকদের দেবতার রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ হোমার ⓚ রে ⓖ ওলিয়ড ● জিউস

২৩৯. গ্রিকদের প্রধান দেবতার নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ অ্যাপেলো ⓚ নেপচুন ⓖ জুপিটার ● জিউস

২৪০. গ্রিকদের সূর্য দেবতার নাম কী? (জ্ঞান)
ⓚ পোডিসন ● অ্যাপোলো ⓖ জিউস ⓘ রে

২৪১. গ্রিকদের সাগর দেবতার নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
ⓚ জিউস ● পোসিডন ⓖ অ্যাপোলো ⓘ জুপিটার

২৪২. গ্রিকদের জ্ঞানের দেবী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ অ্যাপোলো ⓚ জিউস ● এথেনা ⓘ পোসিডন

২৪৩. গ্রিক সভ্যতায় প্রথম দিকের দার্শনিক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ একুইনাস ● থালেস ⓖ প্লেটো ⓘ সক্রেটিস

২৪৪. সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা দেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ প্লেটো ⓚ সক্রেটিস ● থালেস ⓘ নিমেসিস

২৪৫. গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকদের বলা হতো– (জ্ঞান)
ⓚ পলিপসকে ● সফিস্টকে ⓖ ডেলফিরকে ⓘ হোসিয়াসকে

২৪৬. সক্রেটিসের শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী ছিল? (জ্ঞান)
● আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা
ⓚ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
ⓖ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ⓘ ব্যবসায় উন্নয়ন

২৪৭. পেরটো কার শিষ্য ছিলেন? (জ্ঞান)
● সক্রেটিসের ⓚ এরিস্টটলের
ⓖ তালেসের ⓘ আলেকজান্ডারের

২৪৮. পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা? (জ্ঞান)
● গ্রিক বিজ্ঞানীরা ⓚ মিশরীয় বিজ্ঞানীরা
ⓖ মেসোপটেমীয় বিজ্ঞানীরা ⓘ চৈনিক বিজ্ঞানীরা

২৪৯. কারা প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী একটি গ্রহ? (জ্ঞান)
● গ্রিকেরা ⓚ মিশরীয়রা ⓖ রোমেরা ⓘ সিন্ধুরা

২৫০. সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ সর্বপ্রথম কারা নির্ণয় করেন? (জ্ঞান)
ⓚ মুসলিম জ্যোতির্বিদরা ⓚ পারস্যিক জ্যোতির্বিদরা
● গ্রিক জ্যোতির্বিদরা ⓘ চৈনিক জ্যোতির্বিদরা

২৫১. পিথাগোরাস কে? (জ্ঞান)
● বিখ্যাত গ্রিক গণিতবিদ ⓚ বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক
ⓖ বিখ্যাত সুমেরীয় দার্শনিক ⓘ মিশরের গণিতবিদ

২৫২. হিপোক্রেটিসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল কিসের জন্য? (অনুধাবন)
ⓚ নাটক রচনার জন্য ● চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য
ⓖ যুদ্ধ করার কারণে ⓘ কবিতা লেখার কারণে

২৫৩. গ্রিকরা কোথায় বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করত? (জ্ঞান)
ⓚ পাহাড়ের উপর ● স্তম্ভের উপর
ⓖ মন্দিরের নিকটে ⓘ সমতলভূমিতে

২৫৪. ফিদিয়াস অমর হয়ে আছেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ নাটক রচনার জন্য ⓚ চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য
● তার ভাস্কর্যের জন্য ⓘ কবিতা লেখার জন্য

২৫৫. অলিম্পিক খেলার সূচনা হয় কোথায়? (জ্ঞান)
ⓚ রোমে ● গ্রিসে ⓖ মিশরে ⓘ তুরস্কে

২৫৬. গ্রিসে কয় বছর পর পর অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হত? (জ্ঞান)
ⓚ দুই ⓚ তিন ● চার ⓘ পাঁচ

২৫৭. একটি খেলা গ্রিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। খেলাটির নাম কী? (প্রয়োগ)
ⓚ ফুটবল ⓚ দাবা ● অলিম্পিক ⓘ ক্রিকেট

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫৮. গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে– (অনুধাবন)
i. ক্রিট দ্বীপ নিয়ে
ii. গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখণ্ডে
iii. বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৯. গ্রিক সভ্যতা গড়ে তোলার প্রস্তুতি পর্বে ছিল– (অনুধাবন)
i. মিনীয় সংস্কৃতি
ii. একিয়ান সংস্কৃতি
iii. সাইসেনীয় সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬০. এথেন্সে জনগণের কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসেন যেসব ব্যক্তি– (অনুধাবন)
i. সোলন
ii. ড. ইউনুস
iii. ক্লিসথেনিস
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬১. মহাকবি হোমারের গ্রন্থ হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. ইলিয়ড ii. ওডিসি
iii. প্রমিথিউস বাউন্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬২. গ্রিকদের দেবতা হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. লাত ii. পোসিডন
iii. এথেনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬৩. গ্রিক সভ্যতায় শিৰার মূল উদ্দেশ্য– (জ্ঞান)
i. নিজেকে জানা
ii. আনুগত্য
iii. সৃঙ্খলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬৪. অলিম্পিক খেলায় থাকে– (জ্ঞান)
i. দৌড়ঝাঁপ
ii. মলৰযুদ্ধ
iii. বর্শা ছোঁড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৫ ও ২৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শোভন একটি দেশের শিৰাব্যবস্থা পড়ছিল। উক্ত দেশে ধনীর ছেলেদের জন্য ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়ার বিধান আছে। তবে কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিৰার পর আর কোনো শিৰা নিতে পারত না। সেদেশে দাসদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

২৬৫. শোভনের পঠিত শিৰানীতির সাথে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার শিৰানীতির মিল লৰণীয়? (প্রয়োগ)
ⓚ মিশরীয় ⓚ সিন্ধু ⓖ রোমান ● গ্রিক

২৬৬. উক্ত সভ্যতায়– (উচ্চতর দৰতা)

● মেয়েদের শিৰা প্রতিষ্ঠানে যেয়ে লেখাপড়া নিষিদ্ধ ছিল
ⓚ মেয়েরা লেখাপড়া জানত না
ⓖ নারীশিৰা নিষিদ্ধ ছিল
ⓘ মেয়েরা লেখাপড়া করত না

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৭ ও ২৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গ্রিসে একটি বিশেষ সময় যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। প্রতি ৪ বছর পর পর এ সময়টিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত।

২৬৭. অনুচ্ছেদে কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
● অলিম্পিক ⓚ ক্রিকেট ⓖ ফুটবল ⓘ টেনিস

২৬৮. অনুচ্ছেদের খেলাটি গ্রিক নগরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে– (উচ্চতর দৰতা)
i. শত্রৰতা দমনে ভূমিকা রাখে
ii. সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করে
iii. প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ রোমান সভ্যতা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৮

At a Glance

- ইতালির টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সাম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠে তাকে বলে– রোমান সভ্যতা।
- রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা– লাতিন রাজা রোমিউলাস।
- রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল– জুপিটার।
- বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরৰত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে– আইন।
- আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল– রোমান আইনেকে উপর।
- রোমানদের স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম নিদর্শন– ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন।
- সাহিত্যৰেত্রে সবচেয়ে উন্নতি দেখা যায়– অগাস্টাস সিজারের সময়।
- বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন– পিরনি।
- রোন নগরীর নামকরন করা হয়– রাজা রোমিউলাসের নামানুসারে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৯. টাইবার নদী কোথায়? (জ্ঞান)
● রোমে ⓚ ভারতে ⓖ সুদানে ⓘ চীনে

২৭০. রোমীয় সভ্যতা গড়ে উঠে কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ গ্রিক সভ্যতার জন্য ⓚ সাহারা মরুভূমির জন্য
● রোমকে কেন্দ্র করে ⓘ ভূমধ্যসাগরকে কেন্দ্র করে

২৭১. রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কখন? (জ্ঞান)
ⓚ ৫০০ অব্দে ● ৫১০ অব্দে ⓖ ৫১৬ অব্দে ⓘ ৫২০ অব্দে

২৭২. রোমান সভ্যতা কত বছর স্থায়ী ছিল? (জ্ঞান)
● ৬০০ ⓚ ৫০০ ⓖ ৭০০ ⓘ ৪০০

২৭৩. ইতালির দৰিণে কোন সাগর? (জ্ঞান)
ⓚ লোহিত ● ভূমধ্যসাগর ⓖ চিন ⓘ আরব

২৭৪. প্রাচীন রোম কৃষিনির্ভর হওয়ার যথার্থ কারণ হলো– (অনুধাবন)
● কৃষি বিকাশে সুযোগ ⓚ শ্রমিক প্রতুলতা
ⓖ মুনাফা বেশি ⓘ কম মজুরি

২৭৫. রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব কত অব্দে? (জ্ঞান)
ⓚ ৭৫০ ⓚ ৭৫১ ⓖ ৭৫২ ● ৭৫৩

২৭৬. রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় কখন? (জ্ঞান)
ⓚ ৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে ⓚ ৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ● ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ⓘ ৪৭১ খ্রিষ্টাব্দে

২৭৭. কোন জাতির কাছে রোমের পতন হয়? (জ্ঞান)
● জার্মান ⓚ ফরাসি ⓖ ইংরেজ ⓘ পর্তুগিজ

২৭৮. 'B' কে সাত পর্বতের নগরী বলা হয়। 'B' এর সাথে মিল রয়েছে কার? (প্রয়োগ)
● রোম ⓚ এথেন্স ⓖ স্পার্টা ⓘ আবাদান

২৭৯. রোম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)
ⓚ রবিন ● রোমিউলাস ⓖ রোমিও ⓘ রোলান্ড

২৮০. নানা সংস্কারের মধ্য দিয়ে রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পরিপ্রেৰিতে কী বলা যেতে পারে? (উচ্চতর দৰতা)
ⓚ গণততন্ত্র প্রতিষ্ঠা জটিল কাজ ⓚ রোমের গণতন্ত্র সহজ ছিল
● রোমের গণতন্ত্র এক দিনে হয়নি ⓘ নাগরিকরা অধিকার বঞ্চিত হয়

২৮১. রাজতন্ত্রের যুগে রোমকে শাসন করতেন কতজন সম্রাট? (জ্ঞান)
● সাত ⓚ আট ⓖ পাঁচ ⓘ তিন

২৮২. রোমে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘাত চলে কত বছর? (জ্ঞান)
ⓚ ১০০ ● ২০০ ⓖ ৩০০ ⓘ ৪০০

২৮৩. ১২টি রোমান আইন লিখিত হয়েছিল কাদের দাবির মুখে? (জ্ঞান)
ⓚ প্যাস্ট্রিসিয়ান ● পিবিয়ান ⓖ রোমান ⓘ ল্যাটিয়াম

২৮৪. রোমে দাস বিদ্রোহের কারণ কী? (অনুধাবন)
● অমানুষিক নির্যাতন ⓚ গৃহযুদ্ধ
ⓖ অর্থনৈতিক দুর্বলতা ⓘ ধনী–দরিদ্র সংঘাত

২৮৫. রোমে কার নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ কাইরাস ⓚ পেরিক্লিস ● স্পার্টাকাস ⓘ জুলিয়াস

২৮৬. কত খ্রিষ্টাব্দে অগাস্টাস সিজারের মৃত্যু হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৩ ● ১৪ ⓖ ১৫ ⓘ ১৭

২৮৭. 'প্যানথিয়ন' কী? (জ্ঞান)
ⓚ পিরামিড ● ধর্মমন্দির ⓖ মসজিদ ⓘ গির্জা

২৮৮. কলোসিয়াম কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
● টিটাস ⓚ হোমার ⓖ লিভি ⓘ হার্ডিয়ান

২৮৯. কলোসিয়ামে কত দর্শক বসতে পারত? (জ্ঞান)
● ৫৬০০ জন ⓚ ৬০০০ জন ⓖ ৭০ জন ⓘ ৫৫০০ জন

২৯০. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা কোথায় তৈরি হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ চীনে ⓚ গ্রিসে ⓖ পারস্যে ● রোমে

২৯১. রোমানদের মধ্যে কে বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন? (অনুধাবন)
ⓚ পাণিনি ● পিরনি ⓖ সেলমাস ⓘ গ্যালেন

২৯২. রোমানদের কোন সম্রাট খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
● কন্সটানটাইন ⓚ ভেনাস ⓖ সিসেরো ⓘ গ্যালেন

২৯৩. কোন ক্ষেত্রে রোমানরা সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছিল? (অনুধাবন)
● আইন ⓚ বিজ্ঞান ⓖ অর্থনীতি ⓘ ইতিহাস

২৯৪. সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ রোমান আইন সংকলন করেন– (জ্ঞান)
ⓚ সম্রাট হাড্রিয়ান ⓚ হাম্মুরাবি
● সম্রাট জাস্টিনিয়ান ⓘ কনফুসিয়াস

২৯৫. রোমান আইন সংকলিত হয় কয়টি ব্রোঞ্জপাতে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৬ ⓚ ২২ ● ১২ ⓘ ৯

২৯৬. রোমান আইনকে কয়টি শাখায় ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ ২ ● ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

২৯৭. সভ্যতায় রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান– (জ্ঞান)
ⓚ সাহিত্যের ৰেত্রে ● আইনশাস্ত্রে
ⓖ দর্শনশাস্ত্রে ⓘ বিজ্ঞানশাস্ত্রে

২৯৮. আধুনিক বিশ্ব কোন আইনের প্রতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল? (জ্ঞান)
● রোমান আইন ⓚ গ্রিক আইন
ⓖ সুমেরীয় আইন ⓘ মেসোপটেমীয় আইন

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯৯. প্রাচীন রোম কৃষিনির্ভর ছিল বিধায়– (অনুধাবন)
i. কৃষিশিল্পে উন্নত ছিল
ii. অনুপ্রবেশকারীদের উৎপাত ছিল
iii. অনুপ্রবেশকারীদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়েছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩০০. রোমান সভ্যতায় 'প্লিবিয়ান' বলা হতো– (অনুধাবন)
i. কারিগর শ্রেণিকে
ii. বণিক শ্রেণিকে
iii. ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণিকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

৩০১. রোমান প্রজাতন্ত্রের পতনের পর জনগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন– (অনুধাবন)

i. নিরোক্রিসিয়ান
ii. প্যাট্রিসিয়ান
iii. পিরবিয়ান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০২. স্টোয়িকবাদের দর্শনের উন্নতিতে অবদান ছিল– (অনুধাবন)
i. সেনেকার
ii. এপিকটেটাসের
iii. মার্কাস আরেলিয়াসের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৩. জনগণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে রোমান আইন পুনর্বিন্যাস করা হয়। এ রোমান আইন আধুনিক আইন শাস্ত্রের ভিত্তিমূল হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। কারণ এটি ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নিরপেক্ষ
ii. উদার
iii. মানবিক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৪ ও ৩০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আধুনিক ইতালিতে একটি প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সে সভ্যতার লোকেরা আইনের বিকাশ ঘটিয়েছিল। এছাড়া ঐ সভ্যতার লোকেরা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

৩০৪. অনুচ্ছেদে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক গ্রিক সভ্যতা
● রোমান সভ্যতা
গ মিসরীয় সভ্যতা
ঘ হিব্রু সভ্যতা

৩০৫. উক্ত সভ্যতা আইনের যে বিষয়গুলোর বিকাশে ভূমিকা রেখেছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মানবিক আইন
ii. কঠোর সাম্যের বিধান
iii. তাম্রপাতে আইন সংরক্ষণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ মিশরীয় সভ্যতা

তারান্নুম প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কীয় ম্যাগাজিন পড়তে দিয়ে তালতলা অঞ্চলের জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে তালতলা অঞ্চল কৃষিতেই শুধু উন্নত ছিল না। তারা বর্ণমালা আবিষ্কার করেন এবং লেখার জন্য বিশেষ গাছ থেকে কাগজ তৈরি করেন। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও তারা উলেরখযোগ্য অবদান রাখেন।

[স. বো. '১৬]

ক. গণতন্ত্রের সূচনা হয় কোথায়? ১
খ. নবোপলীয় যুগ বলতে কী বোঝ? ২
গ. তারান্নুমের ম্যাগাজিনে পড়া তালতলা অঞ্চলের সভ্যতার সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাচীন সভ্যতাটি "ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল।"–উক্তিটি বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন গ্রিসে প্রথম এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা হয়।

খ সভ্যতার উন্মেষে প্রাচীন মানুষ একসময় পাথরকে হাতিয়ারূ পে ব্যবহার করতে শেখে। এযুগকে বলা হতো পাথরের যুগ। পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ। এ যুগ শেষ হয়ে মানুষ যখন কৃষিকাজ শেখে, শেষ হয় তাদের যাযাবর জীবন। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এ যুগে মানুষ নদীর তীরে বসবাস শুরব করে। ঘর–বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে। এভাবেই মানবসভ্যতার শুরব।

গ তারান্নুমের ম্যাগাজিনে পড়া তালতলা অঞ্চলের সভ্যতার সাথে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়। তালতলা অঞ্চল কয়েক হাজার বছর আগেই কৃষিতে উন্নত ছিল। তদ্রূ প প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে সূচিত মিশরীয় সভ্যতার অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উলেরখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচ ইত্যাদি। আবার তালতলা অঞ্চলের অধিবাসীরা বর্ণমালা আবিষ্কার করেন এবং লেখার জন্য বিশেষ গাছ থেকে কাগজ তৈরি করেন। এদিক দিয়েও আমরা দেখি মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অৰর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগিফিক' বা পবিত্র অৰর। মিশরীয়রা নল খাগড়া জাতীয় গাছের খণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের উপর তারা লিখত। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। আবার তালতলা অঞ্চলের মতো মিশরীয় সভ্যতা ভাষ্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও উলেরখাযেগ্য অবদান রাখে। সুতরাং, তালতলা অঞ্চলের সভ্যতার সাথে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সুষ্পষ্ট মিল পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ভাষ্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল। প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সৰম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য মানুষ অথবা জীবজন্তুর; সবই ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতদার্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংক্স। এটি হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের। মিশরের সবচেয় বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। এছাড়া মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন– ২ রোমান সভ্যতা

রাজু খান দীর্ঘদিন 'ক' দেশে চাকরি করেন। সম্প্রতি দেশে আসলে ছেলে দিপু জিজ্ঞেস করল বাবা 'ক' দেশের জীবনযাপন প্রণালি কেমন ছিল? বাবা বলল, সেখানকার আইনের ব্যবহার খুবই চমৎকার। সে

আইনে সকল মানুষ সমান। আইনে মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষার ও মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। তাদের আইনগুলো জানার জন্য তা সাইনবোর্ডে লিখে মহল্লায় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আইন মান্য করা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। [স. বো. '১৫]

ক. 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যের রচয়িতা কে? ১
খ. সামরিক রাষ্ট্র স্পার্টার বর্ণনা দাও। ২
গ. 'ক' দেশের আইন প্রাচীন কোন সভ্যতার আইনে পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর 'ক' দেশের আইনের মতো প্রাচীন সভ্যতার সেই আইনের উপর আধুনিক বিশ্ব নির্ভরশীল? মতামত দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যের রচয়িতা গ্রিসের মহাকবি হোমার।

খ প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার একটি ছিল স্পার্টা। এ নগর রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস নামক অঞ্চলে। অন্যান্য নগর রাষ্ট্র থেকে স্পার্টা ছিল আলাদা। স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত ছিল। মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি।

গ 'ক' দেশের আইন প্রাচীন রোমান সভ্যতার আইনে পরিলক্ষিত হয়। 'ক' দেশের আইনে সকল মানুষ সমান। তদ্রূপ খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে যে রোমান আইন সংকলিত হয় সেখানে দেখা যায় রোমীয় আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। আবার 'ক' দেশের আইনে মানুষের নিরাপত্তা, জানমাল রক্ষার ও মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। রোমান আইনের দ্বিতীয় শাখায় তদ্রূপ ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টি ছিল। আবার সেখানে প্রাকৃতিক আইনের শাখায় মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। আবার 'ক' দেশের আইনগুলো জনগণের জানার জন্য সাইনবোর্ডে লিখে মহল্লায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ৫৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে রোমান আইনগুলো খোদাই করে লিখে জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, উদ্দীপকের 'ক' দেশের আইন প্রাচীন রোমান সভ্যতার আইনের প্রতিফলন।

ঘ আমি মনে করি 'ক' দেশের আইনের মতো প্রাচীন রোমান সভ্যতার আইনের উপর আধুনিক বিশ্ব নির্ভরশীল। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। খ্রিস্টীয় ছয় শতকে সম্রাট জাসটিনিয়ন প্রথম সমস্ত রোমান আইনের এক সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন। জাস্টিনিয়ান খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণের দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমীয় আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন : ১. বেসামরিক আইন : এই আইন পালন করা রোমান নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এই আইন লিখিত অলিখিত দুই রকম ছিল।২. জনগণের আইন : এ আইন সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা বিষয়টি এই আইনে ছিল। তবে এর মাধ্যমে দাসপ্রথাও স্বীকৃতি লাভ করে। সিসেরো এ আইনের প্রণেতা। ৩. প্রাকৃতিক আইন : এ আইনে মূলত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান চিরস্মরণীয়। আধুনিক বিশ্বও সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন– ৩ মিশরীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপট

তামিম টিভিতে একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখছে। এতে দেখাচ্ছে যে, একটি নদীর দুই পাড়ে জনবসতি গড়ে ওঠে। প্রতিবছর পলি পড়ে তার জমি উর্বর হয়। এই উর্বর জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সভ্যতা। বার্ষিক বন্যার পর বছরে একবার ফসল হতো। [রাজবাড়ী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. মিশরের প্রথম রাজা কে? ১
খ. 'ফারাও' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে তামিমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রের মতো প্রাচীন মিশরে কীভাবে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতায় মানুষের ধর্ম বিশ্বাস কেমন ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও হচ্ছে মেনেস বা নারমার।

খ মিশরীয় 'পের–ও' শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারাওরা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তারা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার বংশধর মনে করতেন। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে ফারাও।

গ উদ্দীপকে তামিম প্রামাণ্য চিত্রে দেখতে পায় নদীর দুই পাড়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে। প্রাচীন মিশরেও নীলনদের তীরে বসতি গড়ে ওঠে, সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদীটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন– 'মিশর নীলনদের দান'। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীলনদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেত। তামিমও প্রামাণ্য চিত্রে এরূ প উর্বর জমিতে সভ্যতা গড়ে উঠতে দেখে। বার্ষিক বন্যার পর বছরে একবার ফসল হতো। মিশরেও জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

সুতরাং, তামিমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রের মতোই প্রাচীন মিশরে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

ঘ মিশরীয় ধর্মবিশ্বাস তাদের জীবন ও সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে ছিল। সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম–কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, আচার–অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে, তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'–এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মমি করে রাখত। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতদেরও তাঁরা নিয়োগ করতেন।

প্রশ্ন– ৪ সিন্ধু সভ্যতা

মনির সম্প্রতি তার মামার সাথে ঢাকায় বেড়াতে যায়। শহরের বড় বড় রাস্তা, দালানকোঠা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখে সে মুগ্ধ হয়। রাতের বেলায় রাস্তার দুই ধারে সোডিয়াম লাইট দেখে সে আনন্দিত হয়। মামার সাথে বাজারে গিয়ে সে দেখল, শহরের মানুষ দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করছে। এ পরিকল্পিত নগরীর স্মৃতি আজও তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা সেনানিবাস]

ক. স্যার জন মার্শাল কে? ১
খ. মিশরে কীভাবে লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, পরিমাপ পদ্ধতি উদ্ভাবনে তাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পরিকল্পিত নগরী প্রতিষ্ঠায় উক্ত সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্যার জন মার্শাল ছিলেন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধান কাজের নেতৃত্বে, যার মাধ্যমে সেখানে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

খ মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারেগিফিক' বা পবিত্র অক্ষর।

গ উদ্দীপকে সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। উদ্দীপকে মনির শহরের মানুষের দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপে যে উন্নত পদ্ধতি দেখে তা সিন্ধু সভ্যতার পরিমাপ পদ্ধতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ পরিকল্পিত নগর প্রতিষ্ঠা উক্ত সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান। সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়া মাটির বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট। সিন্ধু সভ্যতার উন্নত নগর পরিকল্পনা তাই আজও বিস্ময়।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৫ মিশরীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

কৃষক রহিম সিলেটে টিলার ঢালের আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে চাষাবাদ শুরু করেন। প্রথম দিকে সফলতা না পেলেও তিনি আরও উদ্যমের সাথে অন্য কৃষকদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষক রহিম ভালো ফসল পান এবং তাঁর অবস্থার বেশ উন্নতি হয়। কৃষক রহিমসহ অন্যান্য কৃষকেরা টিলা কেটে সমতল করে চাষাবাদ শুরু করেন। সেখানে পাকাবাড়ি, কারখানা, মসজিদ, বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন।

ক. সিন্ধু সভ্যতায় কয়টি নগরী রয়েছে? ১
খ. মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয় কেন? ২
গ. কৃষক রহিম ও তার সহযোগীদের মধ্যে মিশরীয়দের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কৃষক রহিমের এলাকার স্থাপত্যসমূহ কি প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের অনুরূপ? মতামত দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধু সভ্যতায় দুইটি নগরী রয়েছে।

খ প্রাচীনকালে মিশরের নীলনদে প্রায়ই বন্যা হতো। এ বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেত। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল। নীল নল না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। এসব কারণেই ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিশরকে 'নীলনদের দান' বলেছেন।

গ কৃষক রহিম ও তার সহযোগীদের মধ্যে মিশরীয়দের কৃষি খাতের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো :

মিশরের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচ ইত্যাদি। ব্যবসায়–বাণিজ্যেও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো। বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করত। কৃষক রহিম মিশরের কৃষি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে টিলার ঢালের আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে চাষাবাদ শুরু করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষক রহিম ভালো ফসল পান এবং তার অবস্থান বেশ উন্নতি হয়। সুতরাং বলা যায় যে, কৃষক রহিম ও তার সহযোগীদের মধ্যে মিশরীয়দের কৃষিখাতের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ কৃষক রহিমের এলাকার স্থাপত্যসমূহ প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের অনুরূপ কিনা, সে সম্পর্কে মতামত দেয়ার জন্য প্রয়োজন প্রাচীন মিশরীয়দের স্থাপত্য সম্পর্কে জানা। মিশরীয়দের চিত্রকলা বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের মতো চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। তারা সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে চিত্রশিল্পের সূচনা করে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা–কালো। আর রহিমের এলাকার স্থাপত্য পাকাবাড়ি, কারখানা, মসজিদ বিদ্যালয় নিছক প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘরবাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে মিশরে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে। কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারুকার্য শিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং রহিমের এলাকার স্থাপত্যসমূহ প্রয়োজনের দিক দিয়ে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও নির্মাণশৈলী ও উপকরণের দিক থেকে প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যের অনুরূপ নয়।

প্রশ্ন– ৬ মিশরীয় সভ্যতা

জামান ভ্রমণপিয়াসু ছেলে। একটি দেশে বেড়াতে গিয়ে সে এক ধরনের স্থাপত্য দেখতে পায় যা পৃথিবীর সপ্তাচর্যের একটি। এটি ত্রিভুজ আকৃতির এবং পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে এটি নির্মিত।

ক. হরপ্পা নগরী কোথায় অবস্থিত? ১
খ. নীলনদের তীরে কীভাবে বসতি গড়ে উঠেছে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জামানের ভ্রমণকৃত দেশটির ভাস্কর্যের সাথে ধর্মীয় চেতনার কোনো প্রভাব আছে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হরপ্পা নগরীটি বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত।

খ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে নীলনদের তীরে গড়ে ওঠে মিশরীয় সভ্যতা। প্রাচীনকালে মিশরে নীলনদের প্রভাবে প্রায়ই বন্যা হতো। এ বন্যা ঠেকানোর জন্য মিশরবাসীরা নীলনদে বাঁধ দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং গড়ে তোলে এক বিশেষ ধরনের সেচ ব্যবস্থার। পরবর্তীতে দলে দলে মানুষ জড়ো হতে থাকে নীলনদের তীরে। এভাবে নীলনদের তীরে বসতি গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে মিশরীয় সভ্যতার কথা বলা হয়েছে। নীলনদের তীরে অবস্থান হওয়ায় মিশর বিশেষ কিছু সুবিধা পেয়েছিল যা মিশরকে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করাতে সক্ষম হয়েছিল।
মিশর শিল্পকলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মিশরীয়দের বলা হয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। পাথর কেটে চমৎকার সৌধ ও ভাস্কর্য বানাতে মিশরীয়রা দক্ষ ছিল। মিশর স্থাপত্য শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মিশরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নিদর্শনাদি হচ্ছে পিরামিড, ধর্মমন্দির। উদ্দীপকে জামান ভ্রমণে এই পিরামিডই দেখেছিল, যা ছিল ত্রিভুজ আকৃতির এবং পাথরের উপর পাথর চাপিয়ে নির্মিত। পিরামিড মিশরীয় সভ্যতার অনন্য এবং অতুলনীয় নিদর্শন। সুতরাং উদ্দীপকে মিশরীয় সভ্যতার কথাই বলা হয়েছে।

ঘ জামানের ভ্রমণকৃত প্রথম দেশটির ভাস্কর্যের সাথে অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্যের উপর ধর্মচেতনার প্রভাব রয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসে মিশরীয়দের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর। প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বিকাশে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ধর্মীয়চেতনা মিশরীয়দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। মিশরীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট। উদ্দীপকে জামান পিরামিড দেখেছিল যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নিদর্শন ছিল। প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য মানুষ অথবা জীবজন্তুর; সবই ধর্মীয় ভাবধারা, আচার–অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংক্স। স্ফিংক্স হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে আমারও মত যে, প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্যে ধর্মীয় চেতনার প্রভাব ছিল।

প্রশ্ন– ৭ গ্রিক সভ্যতা

শাহনাজ পারভিন একটি গ্রন্থে, একটি সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনায় জানতে পারে মহাকবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি মহাকাব্যে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতাত্ত্বিকবিদদের। আর তারা সন্ধান পায় মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশত নগরীর ধ্বংস স্তূপের।

ক. মিশরীয় সভ্যতার উদ্ভাবিত কাগজের নাম কী? ১
খ. চিকিৎসাশাস্ত্রে মিশরীয় সভ্যতায় অবদান ব্যাখ্যা কর? ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার যে স্পার্টানদের ধারণা পাওয়া যায় তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয় সভ্যতার উদ্ভাবিত কাগজের নাম প্যাপিরাস।

খ মিশরীয় সভ্যতার লোকেরা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃদপিণ্ডের গতি ও নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত। এভাবে সুপ্রাচীনকালে মিশরীয় সভ্যতা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছিল।

গ উদ্দীপকে গ্রিক সভ্যতার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। নিচে এ সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল ব্যাখ্যা করা হলো। গ্রিক দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রিক সভ্যতার সঙ্গে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িত। একটি 'হেলেনিক' অপরটি 'হেলেনিস্টিক'। গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'হেলেনিক সংস্কৃতি'। অপরদিকে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অগ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতির। ইতিহাসে এ সংস্কৃতি 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' নামে পরিচিত। আধুনিক নগর সভ্যতার সূচনা করেছিল গ্রিকরা।

ঘ উদ্দীপকের গল্প গ্রিক সভ্যতার ইঙ্গিতবাহী। এই সভ্যতায় নাগরিকশ্রেণি স্পার্টাদের ধারণা পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার একটি ছিল স্পার্টা। স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত ছিল। মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে দীর্ঘ যুদ্ধের পর ডোরীয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। এই পরাজিত অধিবাসীদেরকে ভূমিদাস বা হেলট বলা হতো। এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। ফলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না। স্পার্টানদের জীবন স্পার্টা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত ছিল। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর। স্পার্টা ছাড়াও গ্রিকদের আরেকটি নগররাষ্ট্র ছিল এথেন্স।

প্রশ্ন– ৮ সিন্ধু সভ্যতার প্রেক্ষাপট

ক. মিশরের আয়তন কত? ১
খ. গ্রিকরা কীভাবে ধর্ম পালন করত? বর্ণনা কর। ২
গ. মানচিত্রে প্রদর্শিত সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতা কীভাবে আবিষ্কৃত হয়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরের আয়তন প্রায় চার লাখ বর্গমাইল।

খ গ্রিকদের বারটি দেব–দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বারোজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

গ মানচিত্রে সিন্ধু সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা হলেও এর বিস্তৃতি ছিল বিশাল এলাকাজুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐ সভ্যতা শুধু সিন্ধু নদীর অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

ঘ সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ঘটনা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই বলতে হয় সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধু সভ্যতা। যদিও সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। এই সভ্যতার আবিষ্কার কাহিনী চমকপ্রদ। বর্তমানে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলত মড়া মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই)। বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকে। অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্র–ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন। একই সময়ে ১৯২২–২৩ খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানীর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারী জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরো বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় উভয় অঞ্চল একই সভ্যতার উন্মেষস্থল এবং সিন্ধু সভ্যতা উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

প্রশ্ন– ৯ সিন্ধু সভ্যতা

দশম শ্রেণির ছাত্র সাজিদ ঢাকা শহরে ধনী ও দরিদ্রদের আলাদা জীবন ও বসবাসের স্থানে বৈষম্য দেখে ব্যথিত হয়। তার উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার কথা মনে পড়ে যায়। সে ভাবে, সর্বযুগেই কি এ উপমহাদেশে বৈষম্য ছিল?

ক. বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে? ১
খ. গ্রিকদের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা দাও। ২
গ. সাজিদের মনে পড়ে যাওয়া সভ্যতার শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সাজিদের অভিজ্ঞতার সূত্রে উক্ত সভ্যতার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক হচ্ছেন থুকিডাইডেস।

খ গ্রিকদের বারটি দেবদেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা এবং এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বারোজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন।

গ সাজিদের উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতার কথা মনে পড়ে যায়। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয়। তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত। পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত। তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিলেন। ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলংকার তৈরির করা হতো। তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। কারিগররা রবপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির তৈজসপত্র তৈরি করত। তাছাড়া সোনা, রবপা, তামা ইলেক্ট্রাম ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলংকার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জানত না। ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলংকার নির্মাণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। হাতির দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দব কারিগর ছিল।

ঘ সাজিদের ঢাকা শহরে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দেখে উপমহাদেশের প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার কথা মনে পড়ে যায়। সিন্ধু সভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ–সুবিধা পেত না। সমাজ ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকরা গ্রামে বসবাস করত। শহরে ধনী এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা–আলাদা বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। উদ্দীপকে সাজিদের অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সিন্ধু সভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসনপ্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার নগর বিন্যাস প্রায় একই রকম ছিল। এগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উঁচু ভিত্তির উপর শহরগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরগুলোর এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর একটি করে নগরদুর্গ নির্মাণ করা হতো। চারদিক থাকত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতেন। প্রশাসনিক

বাড়িঘরও দুর্গের মধ্যে ছিল। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার। দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত। সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। পোশাক–পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। মহিলারা খুবই শৌখিন ছিল। তাদের প্রিয় অলংকারের মধ্যে ছিল হার, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্দ চুড়ি, বালা, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। সমাজের পুরুষরাও অলংকার ব্যবহার করত।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ গ্রিক সভ্যতার সাহিত্য কীর্তি

অরূপ মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কে জানতে গিয়ে 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' সম্পর্কে জানতে পারে। এ দুই কাব্য সম্পর্কে সে আগ্রহী হলে জ্ঞানের বিশাল এক দুয়ার তার নিকট উন্মোচিত হয়। সে প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় দর্শনের উন্নতিতে অভিভূত হয়।

ক. গ্রিকদের কয়টি দেব–দেবী ছিল? ১
খ. এচিয়ান সভ্যতা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অরূপ কোন সভ্যতার সাহিত্যকীর্তি জেনেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অরূপ যে উন্নত দর্শনের পরিচয় পায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিকদের ১২টি দেব–দেবী ছিল।

খ গ্রিক সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধশালী এক সংস্কৃতি–ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সভ্যতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাইসিনিয় বা এচিয়ান সভ্যতা; গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দ পর্যন্ত। ধারণা করা হয় বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অবসান ঘটে।

গ অরূপ গ্রিক সভ্যতার সাহিত্যকীর্তি জেনেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যের অপূর্ব নিদর্শন। উদ্দীপকের অরূপ এ দুই মহাকাব্য সম্পর্কেই জানতে আগ্রহী হয়। পরবর্তীতে সে গ্রিক সভ্যতার সাহিত্য কীর্তি জানতে পারে। সাহিত্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্তক নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এসকাইলাসকে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড' গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা অয়দিপাউস, আন্তিগোনে ও ইলেকট্রা অন্যতম। আর একজন বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনাত্মক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ইতিহাস রচনা এ সময় থেকে শুরু। হেরোডোটাস ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত ছিলেন। হেরোডোটাস রচিত ইতিহাস–সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে। থুকিডাইডেস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র'।

ঘ অরূপ গ্রিস সভ্যতার উন্নত দর্শনের পরিচয় পায়। উদ্দীপকে অরূপ গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারে। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে–এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিকের দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের বলা হতো সফিস্ট। এরা বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস এদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যান্য শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। সুতরাং গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে জানার কারণে অরূপের গ্রিক সভ্যতার উন্নত দর্শনের সাথে পরিচয় ঘটবে।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ মিশরীয় সভ্যতা

ঈদের ছুটিতে আবু তালেব তার বন্ধুর বাড়ি কুমিল্লাতে গিয়েছিল। পরদিন সকালে আবু তালেব গোমতীর পাড়ে হাঁটতে বেরিয়েছিল। গোমতীর পাড় এত উঁচু দেখে সে স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে এর কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন, এক সময় অতি বৃষ্টিতে নদী ভরে গিয়ে শহর গ্রাম তলিয়ে যেত এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুই পাড়ে উঁচু করে বাঁধ দেওয়া হয় এবং হেমন্তকালে এখান থেকে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়।

ক. আদিম যুগের মানুষের একমাত্র হাতিয়ার কী ছিল? ১
খ. মানব সভ্যতার শুরু হয় কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? উক্ত সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার– এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদিম যুগের মানুষের একমাত্র হাতিয়ার ছিল পাথর।

খ আদিম যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে বনে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করত। পুরোপলীয় যুগের মানুষ দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করত। কৃষিকাজ শেখার সাথে সাথে নবোপলীয় যুগে উত্তরণ ঘটে। শেষ হয় যাযাবর জীবন। মানুষ ঘরবাড়ি নির্মাণ করা শেখে। কৃষির প্রয়োজনে মানুষ নদী তীরে বসবাস শুরু করে। শুরু হয় মানবসভ্যতা।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত মিশরীয় সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে সাহারা মধুভূমি, দক্ষিণে সুদান। মিশরীয় সভ্যতা ২৫০০ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে স্থায়ী হয়েছিল। প্রাচীন মিশরের নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। বিশেষ করে নবোপলীয় যুগে। তবে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় মেনেসের নেতৃত্বে, যা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকে লিবিয়ার এক বর্বর জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয়। ৬৭০–৬৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যাসিরীয়া মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্য মিশর দখল করে নিলে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে মিশরীয় সভ্যতার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার

করে। প্রথমদিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি।

এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারেগিরফিক' বা পবিত্র অবর। মিশরীয়রা নালখাগড়া জাতীয় গাছের খণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের উপর তারা লিখত। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় প্যাপিরাস। যে শব্দ থেকে ইংরেজিতে পেপার শব্দের উৎপত্তি। উলেরখ্য, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয়, যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক এবং 'হায়ারেগিরফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়। মিশরীয় সভ্যতার লোকেরা লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পাশাপাশি কাগজের ব্যবহারও শুরব করেছিল।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ গ্রিক সভ্যতার নগররাষ্ট্র ও অবদান

একদিন আরিফ তার দাদুর সাথে গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছিল। আরিফ গণতন্ত্রের ফলে বর্তমান বিশ্বে কী ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে সে কথা বলছিল। এমন সময় তার দাদু বললেন, তুমি কি জান– গণতন্ত্র আধুনিক কালের অবদান নয়। সেই প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নগর রাষ্ট্র এথেন্সে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সম্রাট পেরিক্লিস এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আরিফ এ কথা শুনে তার দাদুকে বলল, তাহলে গণতন্ত্রই গ্রিক সভ্যতাকে আলোকিত করেছে।

ক. গ্রিক সভ্যতার সাথে কোন দুটি সংস্কৃতির নাম জড়িয়ে আছে? ১
খ. হেলেনীয় সংস্কৃতি বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের সভ্যতার ভাগ দুটি সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার অবদান সম্পর্কে আরিফের বক্তব্য বিশেষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক সভ্যতার সাথে দুটি সংস্কৃতির নাম জড়িয়ে আছে। এদের একটি হলো 'হেলেনিক' এবং অন্যটি 'হেলেনিস্টিক'।

খ ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, খেলাধুলা–সবকিছু তাদের এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ৰেত্রে মূল অবদান ছিল এথেন্সের। আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি।

গ গ্রিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি নগরী সে সভ্যতা বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করেছে এর একটি সামরিক নগর রাষ্ট্র স্পার্টা, অন্যটি গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্স। আরিফের দাদু এথেন্সের কথা উলেরখ করেন। স্পার্টা ছিল তার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। একই সভ্যতা হওয়ার পরও এ দুটি নগর রাষ্ট্রের মাঝে বৈশিষ্ট্যগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। নগর রাষ্ট্র স্পার্টা হচ্ছে একটি সামরিক নগররাষ্ট্র যার প্রধান দর্শন ছিল সেনা শক্তি। এর ফলে নগরটি ছিল একটি সেনাছাউনি। অন্যদিকে স্পার্টার প্রতিবেশী হলেও এথেন্সের নগররাষ্ট্রের চরিত্র ছিল ভিন্ন রকম। সময়ের সাথে সাথে এথেন্সের অধিবাসীরা সকল রকম অধিকার পেতে থাকে, যাকে বলে গণতান্ত্রিক অধিকার। নগর রাষ্ট্র স্পার্টার মূলনীতি ছিল যুদ্ধ বিগ্রহ। এজন্য মানুষের উন্নতির বদলে সামরিক উন্নতিই শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু এথেন্সে রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অধিকার ছিল এবং এর ফলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। স্পার্টার রাষ্ট্রনীতি ছিল প্রগতিবিরোধী ও রক্ষণশীল এবং এথেন্সের রাষ্ট্রনীতি ছিল জনকল্যাণকামী ও গণতান্ত্রিক।

ঘ আরিফের বক্তব্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় গ্রিক সভ্যতায় অবদানের কথা জানা যায়। গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত রাজনৈতিক ধারণা। কিন্তু এ রাজনৈতিক ধারণাটি আধুনিক কালের নয়। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। প্রতিবেশী সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টায় যখন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতো তখন নগররাষ্ট্র এথেন্সের শাসকবর্গ অভিজাত ও সাধারণ জনগণকে তাদের অধিকার দিতে থাকে। নগর রাষ্ট্র এথেন্সে গণতন্ত্রের বিকাশ একদিনে হয়নি। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। প্রথমদিকে রাজতন্ত্র চালু ছিল যাতে সকল ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে। রাজতন্ত্রের পরে চালু হয় অভিজাততন্ত্র। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তৃতীয় পরিবর্তন হয়েছিল সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এ পর্যায়ে অভিজাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো অর্থের মানদণ্ডে। এ সময়ে অভিজাত বংশে জন্ম নেয়া ছিল সবচেয়ে খ্যাতিমান। সলোনের সময় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি হয়। এরপর জনগণের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিস্ট্রেটাস ও ক্লিসথেনিস। চূড়ান্তভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে এসেছিলেন পেরিক্লিস। এভাবে বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পেরিক্লিস জনগণের সকল রাজনৈতিক অধিকার মেনে নেন। পেরিক্লিসের সময় এথেন্সের নাগরিকরা প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে পূর্ণ অধিকার পায় অর্থাৎ–গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। তাই বলা যায় যে, গণতন্ত্রই গ্রিক সভ্যতাকে আলোকিত করেছে, যা উদ্দীপকের আরিফের কথায় উঠে এসেছে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ প্রাচীন রোমান সভ্যতা

বিজ্ঞানে আমাদের এ বাংলাদেশ কতটা এগিয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত–ই–খুদাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতেই পারি। আবদুলরাহ আল মুতীও ছিলেন আমাদের জন্য গর্বের।

ক. 'ইনিড' কী? ১
খ. রোমানদের শিৰাব্যবস্থা কিরূ প ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে কোন প্রাচীন সভ্যতার বিজ্ঞানের ৰেত্রে অবদান সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার ধর্মীয় বিকাশ ধারা বিশেরষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রোমান যুগের কবি ভার্জিলের মহাকাব্যের নাম 'ইনিড'।

খ শিৰা বলতে রোমানরা খেলাধুলা ও বীরদের স্মৃতিকথা বর্ণনা করা বুঝাত। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে রোমের যাত্রা শুরব হয়েছিল। সুতরাং তাদের সবকিছুই ছিল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তারপরেও উচ্চ শ্রেণিভুক্ত রোমানদের গ্রিক ভাষা শিৰা ছিল একটি ফ্যাশন। ফলে এদের অনেকেই গ্রিক সাহিত্যকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করার দৰতা অর্জন করে। রোমের অভিজাত যুবকরা গ্রিসের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিৰালাভ করতে যেত।

গ উদ্দীপকের সাথে প্রাচীন রোমান সভ্যতার বিজ্ঞানের ৰেত্রে অবদান সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে উলিরখিত বাংলাদেশের বিজ্ঞানে তেমন অভূতপূর্ব অবদান নেই। তেমনি বিজ্ঞানে রোমানরা উলেরখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে না পারলেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ গুরবত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সৰম হন। এদের মধ্যে পিরনি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। এতে প্রায় পাঁচশ বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম স্থান পেয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোমানীয়দের অবদান ছিল। বিজ্ঞানী সেলসাস চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর বই লেখেন। এছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্যালেন রবফাসে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশেও এমন কয়েকজন বিজ্ঞানী রয়েছেন। উদ্দীপকে তেমনি দুজনের নাম উলিরখিত হয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকে রোমান সভ্যতার বিজ্ঞানের ৰেত্রে অবদান ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উক্ত সভ্যতা তথা রোমান সভ্যতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব–দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব–দেবী হয়েছে। রোমানদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব–দেবীরা হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মার্স, ভালকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমীয় দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিতরাই, ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন, কারণ খ্রিস্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিস্ট ধর্মগ্রহণকারী রোমানদের ওপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ রোমান সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান

গ্রিক সভ্যতার গৌরব বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার বহু পূর্বেই ইতালির টাইবার নদীর তীরে আরেকটি সভ্যতা ব্যাপকতর রূ প নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। এই সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগের সময় যাত্রা শুরু করে প্রায় ছয়শত বছর আপন গৌরবে ভূষিত ছিল।

ক. রোম নগরীর নাম কার নামে হয়েছিল? ১
খ. আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে বিপুলভাবে ঋণী। ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সভ্যতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. আইনই কি উক্ত সভ্যতাকে আজও জীবিত রেখেছে? মতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাতিন রাজা রোমিউলাস–এর নামানুসারে রোম নগরীর নাম হয়েছিল।

খ রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা এই সব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে বিপুলভাবে ঋণী।

গ উদ্দীপকে ইতালির টাইবার নদীর তীরে গড়ে ওঠা রোমান সভ্যতার কথা বলা হয়েছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রোমান সভ্যতার উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। এখানে ইট আর কংক্রিটের দালানকোঠা তৈরি করা হয়েছিল। দালানের চার কোণে ব্যবহার করা হতো পাথর। অনেক নকশা আঁকা হতো দেয়ালের গায়ে। রোমের বিখ্যাত স্থাপত্য নিদর্শন হচ্ছে সম্রাট হাড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন। কলোসিয়াস নামে রোমে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। এখানে একসাথে ৫,৬০০ জন দর্শক বসতে পারত। এছাড়া রোমের স্থাপত্য ভাস্কর্যের মধ্যে দেবতা, রাজা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রস্তর মূর্তি বিশেষ করে আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি সে সময়ের রোমের বিখ্যাত শিল্পের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ সভ্যতার ইতিহাসে উক্ত সভ্যতা তথা রোমানদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল আইনের ক্ষেত্রে; যা রোমান সভ্যতাকে আজও জীবিত রেখেছে। যুক্তি ও প্রথার সম্মিলনেই রোমান আইনের সৃষ্টি। ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়েছিল। রোমান আইনে সকল মানুষ ছিল সমান। রোমান আইন তিনটি শাখায় বিকাশ লাভ করেছিল। যথা : বেসামরিক আইন : আইন পালনে নাগরিকরা বাধ্য ছিল। এ আইন লিখিত ও অলিখিত দুই ভাবেই পাওয়া যায়। জনগণের আইন : মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য এ আইন তৈরি হয়েছিল। আইনের নতুন বিন্যাস : জনগণের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আইনের পুনর্বিন্যাস করা হয়। রোমান আইন ছিল নিরপেক্ষ, উদার ও মানবিক। এতে বিধবা, এতিম ও দাসদের অধিকারের কথা উল্লেখ ছিল। প্রাচীন রোমান আইনের অনেক ধারা বর্তমান আইনে সংযোজিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বও সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের ওপর নির্ভরশীল। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রোমানদের এই অবদান সভ্যতাটিকে চির জাগরূ ক রেখেছে।

প্রশ্ন– ১৫ ▸▸ গ্রিক সভ্যতার শিক্ষা ও সাহিত্য

নাজমীন তার বান্ধবী রিমার সাথে ইতিহাসে সভ্যতার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে। নাজমীন বলে, ইতিহাসে গ্রিকদের সময় মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না। তার বান্ধবী বলে গ্রিকরা সাহিত্যে বেশ অবদান রেখেছে।

ক. পিরামিডের দেশ কোনটি? ১
খ. সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নাজমীনের বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাজমীনের বান্ধবীর বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত?– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশর পিরামিডের দেশ।

খ প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি কাগজের আবিষ্কার জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা–সবকিছুই তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। মিশরীয়দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাদের জীবনে এমন কোনো দিক নেই যা ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত না।

গ উদ্দীপকে নাজমীনের বক্তব্যটি হলো ইতিহাসে গ্রিকদের সময় মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারত না। এর কারণ তখন গ্রিক মনীষীরা শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করত। তারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করতেন সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত। সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া। স্বাধীন গ্রামবাসীর ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত। ধনী ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। দাসদের সন্তানের জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরাও কোনো প্রতিষ্ঠানে যেয়ে লেখাপড়া করতে পারত না।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত নাজমীনের বান্ধবীর বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কারণ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মহামূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্যের অপূর্ব নিদর্শন। সাহিত্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্তক নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এসকাইলাসকে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড'। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তার বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা অয়দিপাউস, আন্তিগোনে ও ইলেক্ট্রা

অন্যতম। আর একজন বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনান্তক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ইতিহাস রচনা এ সময় থেকে শুরব। হেরোডোটাস ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত ছিলেন। হেরোডোটাস রচিত ইতিহাস–সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে। থুকিডাইডেস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র'। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাহিত্যে গ্রিকদের অবদান অতুলনীয়।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ রোমান সভ্যতার কীর্তি ও বৈশিষ্ট্য

ক. কতটি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন খোদাই করে লিখিত হয়? ১

খ. রোমান যুগের সাহিত্যকীর্তি বর্ণনা কর। ২

গ. চিত্রের স্থাপত্য নিদর্শনের সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য বিশেরষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন খোদাই করে লিখিত হয়।

খ রোমান যুগে সাহিত্যে অবদানের জন্য পব্লুটাস ও টেরেন্সর নাম বিশেষভাবে উলেরখযোগ্য। এরা দুজন মিলনাত্মক নাটক রচনার ৰেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ৰেত্রে সবচেয়ে উন্নতি দেখা যায় অগাস্টাস সিজারের সময়। এ যুগের কবি হোরাস ও ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ওভিদ ও লিভি এ যুগের খ্যাতনামা কবি।

গ চিত্রের স্থাপত্য নিদর্শন কলোসিয়াম রোমান সভ্যতার অপূর্ব কীর্তি। রোমান সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান রোম কেন্দ্রিক। ইতালির মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগর অবস্থিত। ইউরোপ মহাদেশের দেশ ইতালির দৰিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিকে আল্পস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালি ও যুগোস্লোভিয়ান মাঝখানে আড্রিয়াটিক সাগর। আড্রিয়াটিক সাগর তীরে ইতালির উত্তর–পূর্ব অংশে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া। ইতালির পশ্চিমাংশেও ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। সাগরের এ অংশকে প্রাচীনকালে বলা হতো এটুস্কান সাগর।

ঘ উক্ত সভ্যতা তথা রোমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশালতা। সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন রোমানদের স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। ৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট টিটাস কর্তৃক নির্মিত কলোসিয়াম নাট্যশালা ছিল, যেখানে এক সঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত। স্থাপত্যকলার পাশাপাশি রোমীয় ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। রোমীয় ভাস্করগণ দেব–দেবী, সম্রাট, দৈত্য, পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি তৈরি করতেন মার্বেল পাথরের। সুতরাং রোমীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিশালতা ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে ছিল অতুলনীয় যা আজও অবয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ গ্রিক সভ্যতা

শিৰক ক্লাসে গ্রিক সভ্যতা নিয়ে আলোচনা শেষে শিৰার্থীদের বললেন, জনগণের কল্যাণের জন্য এথেন্সের যেসব মনীষী বিভিন্ন সংস্কার ও আইন পাস করেন, তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত কর। শিৰার্থীরা এথেন্সের মনীষীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে। তালিকাটি ছিল এরূ প :

১. সোলন	২. পিসিসট্রেটাস
৩. ক্লিসথেনিস	৪. পেরিক্লিস

ক. সিন্ধু সভ্যতায় কোন ধরনের পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল? ১

খ. মাইসিনিয় সভ্যতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিৰার্থীদের তালিকায় স্থান পাওয়া মনীষীরা এথেন্সের জনগণের কল্যাণের কী কী কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তালিকায় উলিরখিত পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর পরই এথেন্সের দুর্ভোগ শুরব হয়– মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধু সভ্যতার একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল।

খ গ্রিক সভ্যতার অন্যতম প্রকার হচ্ছে মাইসিনিয় বা এচিয়ান সভ্যতা। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের দৰিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ পর্যন্ত। ধারণা করা হয়, বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অবসান ঘটে।

গ উদ্দীপকে স্থান পাওয়া মনীষীগণ এথেন্সের জনগণের কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন। অভিজাত বংশের সোলন এথেন্সের অধিবাসীদের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করেন এবং গ্রিক আইনের কঠোরতা হ্রাস করেন। তিনি ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আইন পাস করেন। তাঁর সময় অনেক অর্থনৈতিক সংস্কারও করা হয়। সোলনের পর জনগণের কল্যাণে তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিসট্রেটাস এবং ক্লিসথেনিস। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য অনেক আইন পাস করেন। তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় পেরিক্লিসের সময়। তার সময়কে গ্রিক সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। তিনি নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি মেনে নেন। তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ শিৰার্থীরা যে তালিকা তৈরি করেছে তাতে এথেন্সের জনগণের কল্যাণের অবদান রাখা মনীষীদের মাঝে পেরিক্লসের নামও উঠে আসে। তার মৃত্যুর পর এথেন্সে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল।

পেরিক্লিস এথেন্সের চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার সময়কে গ্রিক সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। তিনি ৪৩০ খ্রি. পূর্বাব্দে ৰমতায় এসে ৩০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৩০ খ্রি. পূর্বাব্দে এথেন্সের ভয়াবহ এক মহামারিতে এক চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। এই মহামারিতে পেরিক্লিসেরও মৃত্যু ঘটে। পেরিক্লিসের সময় থেকে এথেন্স ও স্পার্টার মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের নাম 'পেরিলোপনেসিয়ার যুদ্ধ'। খ্রি. পূর্ব ৪৩০ থেকে ৪০৪ পর্যন্ত মোরট তিনবার এই যুদ্ধ। হয়েছিল। দুই নগররাষ্ট্রই যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য মিত্রজোট গঠন করে। এই সময়কালে এথেন্স স্পার্টা ও থিবসের অধীনে কিছুদিন থাকে। তারপর মেসিডোনের রাজা ৩৩৮ খ্রি. পূর্বাব্দে থিবস দখল করলে এথেন্স মেসিডোনের অধীনে চলে যায়।

তাই বলা যায়, পেরিক্লেসের সময় চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক গ্রিক নগররাষ্ট্র তার মৃত্যুতেই দুর্ভোগের মুখে পড়ে।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ সিন্ধু সভ্যতা

শ্রেণিশিক্ষক ভারত ও পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তার আলাদা তালিকা প্রস্তুত করতে বলায় অহেনা নামের এক ছাত্রী কাজটি করে জমা দেয়।

তালিকাটি নিম্নরূপ :

দেশের নাম	অঞ্চলের নাম
ভারত	পাঞ্জাব
	রাজস্থান
	গুজরাট
	মধ্যপ্রদেশ
পাকিস্তান	যুক্ত প্রদেশ
	পাঞ্জাব প্রদেশ
	সিন্ধু প্রদেশ

ক. প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন কে? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতায় আবিষ্কৃত সিলগুলো কেমন ছিল? ২
গ. অহেনা ভারতের যেসব অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে মর্মে তালিকায় উলেরখ করেছে তা কতটুকু সঠিক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেরষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন সম্রাট জাস্টিনিয়ন।

খ সিন্ধু সভ্যতার উলেরখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো– বিভিন্ন ধরনের ২৫০০ সিল। ধর্মীয় ও ব্যবসায়–বাণিজ্যের প্রয়োজনে ও সিল ব্যবহার করা হতো। পাথরের তৈরি সিলগুলোর বেশিরভাগই ছিল চারকোণা আকৃতির। এ সিলগুলোতে ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি পশু ও বিভিন্ন চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিছু কিছু সিলমোহরে চিত্রলিপি আছে তবে সেগুলো পাঠ করে অর্থ বের করা সম্ভব হয়নি।

গ অহেনার উত্তরটি আংশিক সঠিক। তার তালিকার পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট এই তিনটি অঞ্চলের নাম সঠিক। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের কথা উলেরখ করা তার ঠিক হয়নি। কেননা ভারতের মধ্যপ্রদেশ ও পাকিস্তানের যুক্ত প্রদেশে সিন্ধু সভ্যতার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই বলা চলে যে, অহেনার উত্তরটি আংশিক সঠিক। তবে মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের কথা না থাকলে তার উত্তর সম্পূর্ণ নির্ভুল হতো।

ঘ সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। তাছাড়া অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এ উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধু সভ্যতার বণিকেরা বিদেশের সাথে বাণিজ্য যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। বণিকদের সাথে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ সিন্ধু সভ্যতার শিল্প ও অর্থনীতি

শ্রেণিশিক্ষক হামিদুর রহমান সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা যে যে শিল্পে পারদর্শী ছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বললে শিক্ষার্থীরা একটি তালিকা প্রস্তুত করে। তালিকাটি নিম্নরূপ : ১. মৃৎশিল্প, ২. বয়নশিল্প, ৩. ধাতবশিল্প, ৪. পাথরের অলংকার শিল্প, ৫. ওষুধশিল্প, ৬. সিমেন্টশিল্প।

ক. স্টাইকবাদী দর্শন রোমে প্রথম প্রচার করেন কে? ১
খ. এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা হয় কীভাবে? ২
গ. ছাত্রদের প্রস্তুতকৃত তালিকাটি কি যথার্থ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যের এসব শিল্পের গুরুত্ব বিশেরষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্টাইকবাদী দর্শন রোমে প্রথম প্রচার করেন প্যানেটিয়াস।

খ প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে। তবে প্রথম দিকে এখানে ছিল রাজতন্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন পেরিক্লিস। তিনি নাগরিকদের সব ধরনের রাজনৈতিক দাবিদাওয়া মেনে নেন এবং এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা করেন।

গ শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকৃত তালিকায় প্রথম মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, ধাতবশিল্প, পাথরের অলংকার যে শিল্পের কথা উলেরখ করেছে তা যথার্থ। কিন্তু পরে ওষুধ ও সিমেন্টশিল্পের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা কাল্পনিক। সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা ওষুধ বা সিমেন্টশিল্পে পারদর্শী ছিল না। তাই বলা চলে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকৃত তালিকাটি সম্পূর্ণ যথার্থ ছিল না। এটা ছিল আংশিক সত্য।

ঘ সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও বিভিন্ন শিল্পে তারা পারদর্শী ছিল। মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প। অলংকার নির্মাণ পাথরের কাজ ইত্যাদিতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এ উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের জন্য রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য গড়ে ওঠে। ফলে ব্যবসায়–বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে এবং সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা বিভিন্ন দেশের সাথে সংস্কৃতির আদান–প্রদান করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পাশাপাশি সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের জ্ঞানে যেমন বিভিন্ন দেশ পুষ্ট হয় তেমনি বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভাণ্ডার সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করে।

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ গ্রিক সভ্যতায় মনীষীদের অবদান

এথেন্সের নাগরিকদের কল্যাণে কে কী করেন–	
১. সোলন	
২. পেরিক্লিস	

ক. প্রাচীন গ্রিসে প্রথম কোথায় গণতন্ত্রের সূচনা হয়? ১
খ. গ্রিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বর্ণনা কর। ২
গ. ১নং ব্যক্তির অবদান বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ২নং ব্যক্তি এথেন্সকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান। পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন গ্রিসে প্রথম এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা হয়।

খ গ্রিক সভ্যতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্রশিল্পের নিদর্শন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। স্থাপত্যের

সুন্দর সুন্দর নিদর্শন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। আর প্রাসাদের স্তম্ভগুলো অপূর্ব কারুকার্যখচিত থাকত। পার্থেনন মন্দির বা দেবী এথেনার মন্দির স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। গ্রিক ভাস্কর্য পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস।

গ ছকে ১নং ব্যক্তি হচ্ছেন সোলন। গ্রিক রাষ্ট্র এথেন্সে অভিজাততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে সুসংহতকরণে সোলনই ছিলেন প্রথম সংস্কারক। অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশে মারাত্মক সংকটের সময়ে সব শ্রেণি সর্বসম্মতভাবে কয়েকজনকে সংস্কারের জন্য আহ্বান জানায়। তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যতিমান ছিলেন অভিজাত বংশে জন্ম নেয়া 'সোলন'। তিনি কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেন এবং গ্রিক আইনের কঠোরতা হ্রাস করেন। তিনি ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আইন পাস করেন। তার সময় অনেক অর্থনৈতিক সংস্কারও করা হয়। এভাবে সোলন অভিজাত বংশীয় হয়েও এথেন্সের নাগরিকদের কল্যাণে বিশাল ভূমিকা রাখেন।

ঘ ২নং ব্যক্তি হচ্ছেন পেরিক্লিস। তিনি এথেন্সকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যান; গণতন্ত্রকে সেখানে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সোলনের পর জনগণের কল্যাণে তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিসট্রেটাস এবং ক্লিসথেনিস। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য অনেক আইন পাস করেন। তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় পেরিক্লিসের সময়। তার সময়কে গ্রিক সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় এসে তিনি ৩০ বছর ধরে রাজত্ব করেন। তিনি নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি মেনে নেন। তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জুরি বিচারের দায়িত্ব পালন করত। এভাবে পেরিক্লিসের যুগে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ মিশরীয় সভ্যতা

ত্রৈমাসিক একটি ম্যাগাজিনের শেষ পাতায় একটি মূর্তির ছবি দেখে রুবহানা অবাক হয়। মূর্তিটির দেহ সিংহের মতো কিন্তু মুখ মানুষের মতো। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে মানুষটি সিংহের মতো শক্তিশালী। এছাড়াও বইটিতে বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের অনেক মূর্তিরও ছবি ছাপানো ছিল।

ক. স্ফিংকস কাদের আভিজাত্য শক্তির প্রতীক ছিল? ১

খ. মিশরের ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত সম্পর্কে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে মূর্তিগুলো যে সভ্যতার পরিচয় বহন করে ওই সভ্যতার ভাস্কর্যের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত মূর্তিগুলো যে সভ্যতার প্রতিচ্ছবি সে সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্ফিংকস ফারাওদের আভিজাত্যের প্রতীক ছিল।

খ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হলো মিশরীয় সভ্যতা। খ্রি.পূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে প্রথম রাজবংশের শাসন শুরু হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য হতে জানা যায় যে ঐ সময় থেকে সর্বপ্রথম লিখিত ইতিহাস রচনার সূত্রপাত ঘটে। আমরা জানি যখন থেকে ইতিহাস লিখিতভাবে পাওয়া যায় তখন থেকে ঐতিহাসিক যুগের শুরু। সুতরাং ঐ সময় হতে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপিকা অক্ষর আবিষ্কার, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত?

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ গ্রিক সভ্যতা

অপরূপ সুন্দর আমাদের বাংলাদেশ। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বর্ষা মৌসুমে নদীগুলোর পানি ফুলে উঠে বিপদসীমার ওপর দিয়ে যখন প্রবাহিত হয় তখন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলো পানিতে ডুবে যায়। মানুষের ঘরবাড়ি, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঐসব অঞ্চলের মানুষ এখন অনেক সচেতন। তারা নদীর তীরে উঁচু করে বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকায় এবং বন্যার পানি জমিয়ে রেখে শুকনো মৌসুমে সেই পানি ব্যবহার করে কৃষকাজ করে।

ক. হায়ারেগিফিক অর্থ কী? ১

খ. কীভাবে রোম নগরী গড়ে উঠেছিল? ২

গ. উদ্দীপকে বৈশিষ্ট্যগুলো কোন সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সভ্যতার মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার চিত্রকলা বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হায়ারেগিফিক–এর অর্থ পবিত্র অক্ষর।

খ ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীগত একদল মানুষ ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে উত্তর ইতালিতে বসতি গড়ে তোলে। এদের বলা হতো ল্যাটিন। এদের ভাষা ল্যাটিন ভাষা নামে পরিচিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে ল্যাটিন জাতির অভিজাত ব্যক্তিরা এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে প্রায় ১২–১৩ মাইল দূরে সাতটি পর্বত শ্রেণির উপর রোম প্রতিষ্ঠিত হয়। ল্যাটিন রাজা রোমিউলাস রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী নগরের নাম হয় রোম। উল্লেখ্য যে, রোমের সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাসের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে চূড়ান্তভাবে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ গ্রীক সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ 'গ্রীক সভ্যতা শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছে'– ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ সিন্ধু সভ্যতা

আরাধ্য সম্প্রতি তার মামার সাথে ঢাকা শহরে এসেছে। শহরের বড় বড় রাস্তা, সুউচ্চ অট্টালিকা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি দেখে সে মুগ্ধ হলো এবং বাসায় গিয়ে গোসলখানার শাওয়ারে গোসল করে আরও আনন্দিত হলো এবং ভাবল এখানে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা রয়েছে।

ক. মিশরের মোট আয়তন কত? ১

খ. মিশরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নগরজীবন কোন সভ্যতার নগর জীবনের সাদৃশ্যস্বরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিল্পের ক্ষেত্রেও উক্ত সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম– বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরের আয়তন প্রায় ৪ লৰ বর্গমাইল।

খ ইতিহাসের জনক গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন। মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নীলনদ। এ নদের দু পাশ দিয়ে গড়ে উঠেছে মিশর সরব এক ফালির মতো। নীলনদের কল্যাণে মিশরের কিছু অংশ জুড়ে শস্যশ্যামলা সবুজ ভূমি আছে। এ নদের পানি তারা সেচ কাজে ব্যবহার করে। এ নদের দ্বারা বয়ে আসে পলিমাটি। এ মাটির কারণে মিশরীয়রা নানারকম ফসল ফলাতে পারে। নীলনদ যদি না থাকত তাহলে মিশর মরবভূমিতে পরিণত হতো। তাই হেরোডোটাস মিশরকে নীলনদের দান বলেছেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সিন্ধু সভ্যতা আলোচনা কর।

ঘ শিল্প বিকাশের ৰেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৪ গ্রিক ও রোমান সভ্যতা

অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের পরিবেশনা দেখে মমি ও তার পরিবার অভিভূত হয়। অনুষ্ঠান দেখে মমির একটি সভ্যতার কথা মনে পড়ল এবং সে তার স্কুলের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে ধারণা নেয়।

ক. প্রথম পর্যায়ে লিপি কেমন ছিল? ১

খ. সভ্যতায় রোমানদের অবদান মূল্যায়ন কর। ২

গ. মমি কোন সভ্যতার কথা মনে করল? বিজ্ঞানে এই সভ্যতার অবদান লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মমির চিন্তিত সভ্যতার সাথে তোমার জানা অন্য একটি সভ্যতার বর্ণনা দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম পর্যায়ে লিপি ছিল চিত্রভিত্তিক।

খ রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বৰেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা এসব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সৰম হয়েছিল। এৰেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে বিপুলভাবে ঋণী।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বিজ্ঞানে গ্রিক সভ্যতার অবদান উলেরখ কর।

ঘ রোমান সভ্যতা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৫ গ্রিক সভ্যতা

মিরাজ প্রাচীন একটি সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে। এই প্রাচীন সভ্যতাটি অস্ট্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ক. কত সালে স্পার্টার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. রোমান সভ্যতার অন্ধকার যুগ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে মিরাজের পর্যালোচনাকৃত সভ্যতা প্রাচীন কোন সভ্যতা? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতাকে হোমারের সভ্যতা বলা হয়– বিশেরষণ কর? ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে।

খ খ্রিস্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে পিউনিকে তৃতীয় যুদ্ধের মাধ্যমে রোমান সভ্যতায় অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়। ধনী–দরিদ্র সংঘাত; দাস বিদ্রোহ, ৰমতার দ্বন্দ্বের কারণে চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, সহিংসতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে রোম। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছাড়াও রক্তৰয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে রোম। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসরা তাদের ওপর নির্যাতনের বিরবদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে দাসদের ওপর নেমে আসে চরম নির্যাতন। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে রোমের ৰমতা দখল করেন জুলিয়াস সীজার। তিনি রোমে অন্ধকারময় যুগের অবসান ঘটান।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ গ্রিক মহাকবি হোমারের মহাকাব্য অনুসারে গ্রিক সভ্যতা আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৬ রোমান সভ্যতা

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীনতম এক সভ্যতায় একটি নাট্যশালার সন্ধান পাওয়া যায়। যেখানে একসঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসে নাটক দেখতে পারে। এই সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরবত্বপূর্ণ অবদান ছিল আইনে। আধুনিক বিশ্বও সম্পূর্ণভাবে উক্ত প্রাচীন সভ্যতার আইনের উপর নির্ভরশীল।

ক. গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে ছিলেন? ১

খ. সাহিত্যে গ্রিক সভ্যতার অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত রয়েছে? উক্ত সভ্যতার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আইনের ৰেত্রে উক্ত সভ্যতার অবদান কতটুকু? বিশেরষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন 'সোফোক্লিস'।

খ সাহিত্যের ৰেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসি মহাকাব্যের অপূর্ব নিদর্শন। এখানে গীতি কবিতার বিকল্প ব্যবহার ঘটেছিল। সাহিত্য ৰেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটকের। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেছেন।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানে রোমান সভ্যতার অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ আইন প্রণয়নে রোমানদের অবদান বিশেরষণ কর।

প্রশ্ন– ২৭ মিশরীয় সভ্যতা

রাহেলা প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন বই পড়ে একটি সভ্যতার কথা জানতে পারে, যেখানে কৃষিকাজে ব্যাপক উন্নয়ন করা যায়। নিজস্ব প্রয়োজনে তারা এক ধরনের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে, যা হায়ারেগিফিক নামে পরিচিত। এছাড়া এ সভ্যতার নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে পিরামিড শব্দটি।

ক. পেরিক্লিস কখন ৰমতায় আসেন? ১

খ. ভাস্কর্য শিল্পের উন্নয়নে গ্রিক সভ্যতার ভূমিকা কীরূ প ছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সভ্যতার ইঙ্গিত বহন করে? উক্ত সভ্যতার ধর্মীয় অবস্থা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল বিশেরষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেরিক্লিস খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ অব্দে ৰমতায় আসেন।

খ গ্রিক ভাস্কর্য পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্করশিল্পী ছিলেন– মাইরন, ফিদিয়াস, প্রাকসিটেলেস। এদের মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন ফিদিয়াস। পার্থেনন মন্দির বা এথেনা দেবীর মন্দির তার ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। মাইরনের ডিসকাস নিক্ষেপের মূর্তিটা জীবন্ত মূর্তি হয়ে আছে।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ মিশরীয় সভ্যতার ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা কর।

ঘ মিশরীয় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল বিশ্লেষণ কর।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ আদিম যুগের মানুষ কোনটি জানত না?
উত্তর : আদিম যুগের মানুষ কৃষি কাজ জানত না।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ মিশরের অবস্থান কতটি মহাদেশে পড়েছে?
উত্তর : মিশরের অবস্থান ৩টি মহাদেশে পড়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ মিশরের পূর্বে কোন রাষ্ট্রটি অবস্থিত?
উত্তর : মিশরের পূর্বে ইসরায়েল রাষ্ট্রটি অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ প্রাচীন মিশরে সূর্য দেবতার নাম কী ছিল?
উত্তর : প্রাচীন মিশরে সূর্য দেবতার নাম ছিল আমনরে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার কী ছিল?
উত্তর : হায়ারেগিফিক লিপি আবিষ্কার ছিল মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ইতিহাসের জনক কে?
উত্তর : ইতিহাসের জনক হচ্ছেন হেরোডোটাস।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক কে?
উত্তর : বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক হলেন থুকিডাইডেস।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কারা ৩৬৫ দিনে বছর গণনার আবিষ্কারক?
উত্তর : মিশরীয়রা ৩৬৫ দিনে বছর গণনার আবিষ্কারক।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ প্রথম পর্যায়ে লিপি ছিল কেমন?
উত্তর : প্রথম পর্যায়ে লিপি ছিল চিত্রভিত্তিক।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা কী পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল?
উত্তর : সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ সিন্ধু সভ্যতায় কতটি সিল আবিষ্কৃত হয়েছে?
উত্তর : সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ মিনিয়ন সভ্যতার স্থায়িত্বকাল কত?
উত্তর : মিনিয়ন সভ্যতার স্থায়িত্বকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ হেলেনেস্টিক সংস্কৃতির জন্ম কোথায় হয়?
উত্তর : হেলেনেস্টিক সংস্কৃতির জন্ম হয় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ স্পার্টা নগরীর অবস্থান কোথায়?
উত্তর : স্পার্টা নগরীর অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস নামক অঞ্চলে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় কোথায়?
উত্তর : প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে কার সময়কালকে?
উত্তর : গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে পেরিক্লিসের সময়কালকে।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ গ্রিসের চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কার সময়ে?
উত্তর : গ্রিসের চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় পেরিক্লিসের সময়ে।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ পেরিক্লিস কত বছর রাজত্ব করেন?
উত্তর : পেরিক্লিস ৩০ বছর রাজত্ব করেন।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ এথেন্সের মিত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জোটের নাম কী ছিল?
উত্তর : এথেন্সের মিত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জোটের নাম ছিল 'ডেলিয়ান লীগ'।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ এথেন্স স্পার্টানদের অধীনে চলে যায় কত খ্রিষ্টাব্দে?
উত্তর : এথেন্স স্পার্টানদের অধীনে চলে যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬৯ অব্দে।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ গ্রিস সভ্যতায় কাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল?
উত্তর : গ্রিস সভ্যতায় দাসদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ 'ইলেকট্রা' নাটকটির রচয়িতা কে?
উত্তর : 'ইলেকট্রা' নাটকটির রচয়িতা 'সোফোক্লিস'।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক কে ছিলেন?
উত্তর : বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক ছিলেন 'থুকিডাইডেস'।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস কোন দেশের নাগরিক?
উত্তর : ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস গ্রিক দেশের নাগরিক?

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ গ্রিকদের কতটি দেব–দেবী ছিল?
উত্তর : গ্রিকদের বারটি দেব–দেবী ছিল।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ গ্রিক দেবতাদের রাজার নাম কী?
উত্তর : গ্রিক দেবতাদের রাজার নাম জিউস।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র' বইটির লেখক কে?
উত্তর : 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র' বইটির লেখক হলেন থুকিডাইডেস।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ বিয়োগান্তক নাটকের জনক বলা হয় কাকে?
উত্তর : বিয়োগান্তক নাটকের জনক বলা হয় এসকাইলাসকে।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ গ্রিকদের সাগর দেবতার নাম কী?
উত্তর : গ্রিকদের সাগর দেবতার নাম পোসিডন।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লেখ।
উত্তর : তিনটি মহাদেশ দ্বারা ঘিরে থাকা মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণে সুদান ও অন্যান্য আফ্রিকার দেশ। এর মোট আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ নীলনদের উৎপত্তি কোথা থেকে? আলোচনা কর।
উত্তর : মিশরের নীলনদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে এসে পড়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সিন্ধু সভ্যতার ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।
উত্তর : সিন্ধু সভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, তারা এ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা দেব–দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশুপাখির উপাসনাও করত। সিন্ধুবাসীরা

পরলোকে বিশ্বাস করত। যে কারণে মৃতের কবরে তার ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলংকার রেখে দিত।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল? বর্ণনা কর।

উত্তর : সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে এ সভ্যতার অধিবাসীরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমা সংযুক্ত করা হতো মূল নর্দমা বা পয়ঃপ্রণালির সাথে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ গ্রিক সংস্কৃতিতে এথেন্সের অবদান মূল্যায়ন কর।

উত্তর : ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, খেলাধুলা সবকিছু তাদের এক সংস্কৃতির বন্ধনে করে রেখেছিল। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ৰেত্রে মূল অবদান ছিল এথেন্সের। আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ গ্রিকদের ধর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ?

উত্তর : গ্রিকদের বারটি দেব–দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি পূজা ছাড়াও তারা বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বারজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত লেফির মন্দিরে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বিজ্ঞানে গ্রিকের কী অবদান আছে ব্যাখ্যা কর?

উত্তর : গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন গ্রিক বিজ্ঞানীরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কৰপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সৰম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণ নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ সভ্যতায় রোমানদের অবদান মূল্যায়ন কর।

উত্তর : রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বৰেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা এসব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সৰম হয়েছিল। এৰেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে বিপুলভাবে ঋণী।